বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর ইফিসিয়েন্সি অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১২-২০১৩

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপর সম্পাদিত ইফিসিয়েন্সি অডিট রিপোর্ট

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
ইফিসিয়েন্সি অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	১
২	Abbreviation & Glossary	২
৩	প্রথম অধ্যায়	৩
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৪-৫
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৬
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৮
৪	প্রতিষ্ঠানের পটভূমি, বর্তমান কার্যক্রম, অডিটের পটভূমি, উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক, পরিধি, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা ও নিরীক্ষকের ঝুঁকি	৯-১২
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১৩-৪৫
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৫
৭	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর সম্পাদিত ইফিসিয়েন্সি অডিট পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

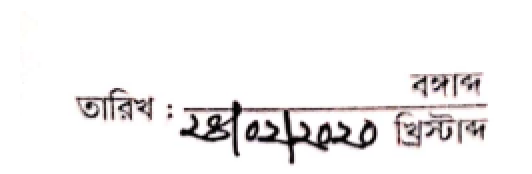

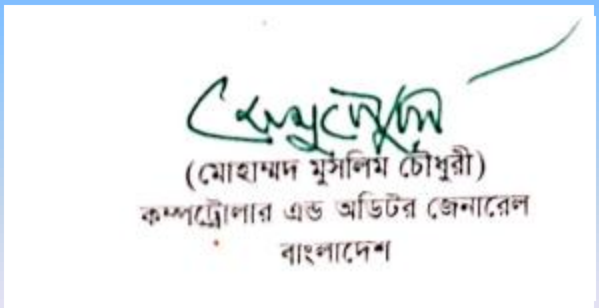

Abbreviations

APSCL	:	Ashuganj Power Station Company Limited
COD	:	Commercial Operation Date
DESCO	:	Dhaka Electric Supply Company Limited
DPDCL	:	Dhaka Power Distribution Company Limited
DPM	:	Direct Procurement Method
EGCB	:	Electricity Generation Company of Bangladesh
FAC	:	Final Acceptance Certificate
FOB	:	Free on Board
GT	:	Gas Turbine
HFO	:	High Speed Furnace Oil
ICO	:	Initial Commercial Operation
KPCL	:	Khulna Power Company Limited
LD	:	Liquidated Damage
LTM	:	Limited Tendering Method
MOD	:	Monthly Operational Data
NLDC	:	National Load Despatch Centre
OTM	:	Open Tendering Method
PAC	:	Provisional Acceptance Certificate
PF	:	Power Factor
PGCB	:	Power Grid Company of Bangladesh
PLI	:	Post Landing Inspection
PPA	:	Power Purchase Agreement
REB	:	Rural Electrification Board
RPCL	:	Rural Power Company Limited
SIPP	:	Small Independent Power Producer
TEC	:	Tender Evaluation Committee
WZPDCL	:	West Zone Power Distribution Company Limited

Glossary

Outage	:	চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট পরিচালনকালীন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়। উক্ত সময়কালে প্লান্টটির উৎপাদন বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে। এ নির্দিষ্ট সময়কালকে Outage বলা হয়।
প্লান্ট ফ্যাক্টর	:	প্লান্টের বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতাকেই প্লান্ট ফ্যাক্টর বলে।
আনসিডিউল শাটডাউন ও ট্রিপিংঃ	:	চুক্তি অনুযায়ী ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট পরিচালনকালীন প্রতিটি ইউনিটের (ইঞ্জিন) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক (বার) ট্রিপিং ও নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়। উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক (বার) ট্রিপিং ও নির্দিষ্ট সময়কালে প্লান্টটির উৎপাদন বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে। এ নির্দিষ্ট সংখ্যক (বার) ট্রিপিং ও নির্দিষ্ট সময়কালের অতিরিক্ত সংখ্যক (বার) ট্রিপিং ও অতিরিক্ত সময়কালকে আনসিডিউল শাটডাউন ও ট্রিপিং বলে।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যূ)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩	৪
০১	সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক গ্রহণযোগ্য Outage অপেক্ষা অতিরিক্ত Outage হওয়ায় Liquidated Damage(LD) কর্তন না করায় বিউবো'র ক্ষতি।	৪৪৯,২৭,৬৫,৯৮৯	১৪-১৬
০২	বেসরকারি রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা (Dependable capacity) চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক টেস্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ১ম বৎসরের টেস্ট এর ভিত্তিতে মাসিক Fixed Rent প্রদান করায় বিউবো'র ক্ষতি।	৩২৮,৬২,০৪,৪০২	১৭-১৮
০৩	রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারজনিত অর্থ আদায় না করায় বিউবো'র ক্ষতি।	২৫০,২১,৪১,৩৭৪	১৯-২১
০৪	চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ১ম মেয়াদ উর্ত্তীণের পর বিধি বহির্ভূতভাবে ২য় বার পুনঃচুক্তি সম্পন্ন করায় বিউবো'র ক্ষতি।	২১৭,২৭,৪৮,৪৮৪	২২-২৩
০৫	বেসরকারি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির আওতায় রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক যথাসময়ে Commercial Operation Date (COD) গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী Liquidated Damage (LD) আদায় না করায় ক্ষতি।	২৯৮,৪৬,৫৯,৮৮৬	২৪-২৫
০৬	সিওডি'র সময়ে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটির চেয়ে Dependable Capacity কম অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির শর্তানুযায়ী Liquidated Damage (LD) আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি।	৭৩,০৭,৯৫,৯১০	২৬-২৭
০৭	চুক্তির শর্তানুযায়ী আদায়যোগ্য সমুদয় Liquidated Damage (LD) আদায় না করে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান এবং অনাদায়ী LD।	১০৩,৩৭,৭৩,৪৮১	২৮-২৯
০৮	ভেড়ামারা ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনের ২নং রেলওয়ে ট্র্যাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে আদায় না করায় বিউবো'র ক্ষতি।	২,৯৯,৩২,৯৫৪	৩০-৩১
০৯	দাখিলকৃত দরপত্র প্রস্তাব ও সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় Monthly Operational Data (MOD) অনুযায়ী অতিরিক্ত জ্বালানির ব্যবহার হওয়ায় এর মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি।	২২,১২,০৫,৬০৯	৩২-৩৩

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩	৪
১০	নির্ধারিত তারিখে প্লান্টের Initial Commercial Operation (ICO) অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিলম্বিত সময়ের জন্য Liquidated Damage (LD) আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি।	৩৩২,৮৩,২০,১৪৫	৩৪-৩৫
১১	সর্বোচ্চ অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাটডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর জন্য চুক্তি মোতাবেক ৩টি প্লান্টের জরিমানা আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি।	৪৭,৩৫,৫৬,৯৬৩	৩৬-৩৭
১২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) প্রাপ্ত দরে দরপত্র গ্রহণ না করে পরবর্তীতে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি (DPM) এর মাধ্যমে একই দরদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত দরে মালামাল ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি।	৬৩,৯১,৯০৬	৩৮-৩৯
১৩	১ম আহবানকৃত দরপত্রে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন সংশোধন করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা কর্তৃক ১ম দরপত্রের তুলনায় অতিরিক্ত দরে কার্য সম্পাদন করায় ক্ষতি।	৪৮,৬৭,০৪৭	৪০-৪১
১৪	টার্ণ কী (Turn Key) ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪২৪,১৩,২৮,৩৫৭	৪২-৪৫
	সর্বমোট =	২৫৫০,৮৬,৯২,৫০৭	

(দুই হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত সাত টাকা মাত্র)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	ইফিসিয়েন্সি অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	২০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	ঃ	রেকর্ড পত্র পরীক্ষা এবং বাস্তব যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	**খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান** মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- চুক্তিপত্রের শর্ত সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি বিধান ও আর্থিক সাশ্রয়নীতি অনুসরণ করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন।
- নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর আদায় এবং তা সরকারি কোষাগারে জমা করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্মিত লাইনের ব্যয়ভার রেন্টাল কোম্পানির নিকট হতে আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ঠিকাদার কর্তৃক স্থাপনকৃত বিদ্যুৎ প্লান্ট ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমান হলেও প্রকল্প পরিচালকের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ডিপিপিতে সংস্থান ব্যতীত অননুমোদিতভাবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকা।
- চুক্তি অনুযায়ী প্লান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকা।
- দরপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- চুক্তি পত্রের শর্ত সঠিকভাবে পরিপালন না করা।
- আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ না করা।
- ঠিকাদারের নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করে পিডিবির নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা।
- রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্মিত লাইনের ব্যয়ভার বিউবোর নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা।
- স্থাপনকৃত বিদ্যুৎ প্লান্ট ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমানের হলেও ঠিকাদারকে সমূদয় অর্থ পরিশোধ করা।
- ডিপিপিতে সংস্থান ছাড়া অননুমোদিত ভাবে অর্থ ব্যয় করা।
- সর্বোচ্চ অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ ট্রিপিং আন সিডিউল শাট ডাউনের জন্য জরিমানা আদায় না করা ।
- প্রথম আহবানে দরপত্র গ্রহণ না করে অনেক বিলম্বে পুনঃ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণপূর্বক আর্থিক ক্ষতিসাধন করা।
- দরপত্রে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করণের মাধ্যমে অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি না করে উচ্চ মূল্যে মালামাল ক্রয়।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন।
- প্রথম আহবানে দরপত্র গ্রহণ না করে প্রাক্কলন সংশোধন পূর্বক পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত দরে মালামাল ক্রয়।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- চুক্তি পত্রের শর্ত সঠিকভাবে পরিপালন করা প্রয়োজন।
- আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- ঠিকাদারের নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় করতে হবে। পিডিবির নিজস্ব তহবিল হতে আয়কর পরিশোধ করা যাবে না।
- রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্মিত লাইনের ব্যয়ভার বিউবোর নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা প্রয়োজন।
- স্থাপনকৃত বিদ্যুৎ প্লান্ট ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমানের হলে ঠিকাদারকে সমূদয় অর্থ পরিশোধ করা যাবে না।
- ডিপিপিতে সংস্থান ছাড়া অননুমোদিত ভাবে অর্থ ব্যয় করা করা যাবে না।
- সর্বোচ্চ অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ ও ট্রিপিং/আনসিডিউল শাট ডাউনের জন্য জরিমানা আদায় করতে হবে।
- প্রথম আহবানের দরপত্র গ্রহণ না করে অনেক বিলম্বে পুনঃ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণপূর্বক আর্থিক ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- দরপত্রে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধকরনের মাধ্যমে অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি না করে উচ্চ মূল্যে মালামাল ক্রয় করা যাবে না।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না ।
- প্রথম আহবানে দরপত্র গ্রহণ না করে প্রাক্কলন সংশোধন পূর্বক পুনঃদরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত দরে মালামাল ক্রয় করা যাবে না।

১.০ প্রতিষ্ঠানের পটভূমি ঃ

বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে একটি সমন্বিত সংস্থা হিসেবে ১৯৭২ সালের ১ মে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তার কার্যক্রম শুরু করে। তৎকালীন ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (ধারা ৫৯) বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। জন্মলগ্নে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে এবং ২০১২ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮১০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। নানবিধ সংযোজন এবং বিয়োজনের মাধ্যমে বিউবো'র উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থায় কিয়দংশ REB, PGCB, DPDC, DESCO, WZPDCL, APSCL, EGCB, এবং RPCL এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই বোর্ডের কার্যক্রম সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আগামী ৫ বছরে ১২,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সাল নাগাদ ২৫,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করার কাজ অব্যাহত আছে।

২.০ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর প্রধান কার্যাবলীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- একক সত্তা হিসেবে বিদ্যুতের ক্রয় এবং বিক্রয়।
    - সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ ক্রয়।
    - বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়।
    - স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন।
    - বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাথে সাথে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন।

REB, DPDC, DESCO ও WZPDCL এর ভৌগোলিক এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য অংশে বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩.০ অডিটের পটভূমি ঃ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০১০-৫১৪, তারিখ-২৯/০৮/২০১২ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের পত্র নং-সিএজি/অডিট/প্লান/২০১০-১১/৪৪৭(০১০)/১২৯৬, তারিখ-০৯/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যক্রম এর উপর ইফিসিয়েন্সি অডিট পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত নিরীক্ষা ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষা ফাইন্ডিংস এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.০ ইফিসিয়েন্সি অডিটের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করছে কি না তা মূল্যায়ন করা নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য। তাছাড়া বাজেটারী গ্যাপ পূরণের জন্য সরকারের নিকট হতে গৃহীত ঋণ/ভর্তুকী যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা কার্যক্রম সম্পাদন করছে তা মূল্যায়ন করাও এ নিরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিরীক্ষার Specific উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- সরকারের জাতীয় নীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিডিবি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা;
- পিডিবি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্যক্রম নির্ধারণ ও কার্য সম্পাদন করা হয়েছে কি না তা মিল করা;
- নির্ধারিত কর্মাকৃতি অনুযায়ী বরাদ্দ গ্রহণ ও তা ব্যয় করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি (Subsidy) এবং ঋণ সহায়তা যথাযথ খাতে যথাযথভাবে মিতব্যায়িতার সাথে ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্যে ভর্তুকি (Subsidy) এবং ঋণ প্রদান করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করা;
- নির্ধারিত সময়ে ঋণের সুদসহ আসল পরিশোধ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা;
- বিলম্বে আসল পরিশোধের কারণে দন্ড সুদ পরিশোধ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা;
- বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পিডিপি কর্তৃক জ্বালানি তথা ফার্নেস অয়েল/ডিজেল সরবরাহের ক্ষেত্রে পিডিবি দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।
- রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কোম্পানিসমূহ চুক্তি মোতাবেক আনুপাতিকহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে কি না তা যাচাই করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় উপাদান (element of cost) উপরিব্যয়ের (overhead cost) মধ্যে উৎপাদনের সাথে জড়িত নয় এমন উপরিব্যয় (overhead cost) অর্ন্তভুক্ত আছে কি না তা পরীক্ষা করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্যের মধ্যে তফাৎ আছে কি না তা পরীক্ষা করা;
- মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রয় সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা যাচাই করা।
- বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছে কি না;
- প্রকল্পসমূহের ব্যয় সরকারি আর্থিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে করা হয়েছে কি না;
- সম্পাদিত কাজের বাস্তব এবং আর্থিক অগ্রগতির মূল্যায়ন করা ;
- প্রকৃত সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী বিল পরিশোধের বিষয়টি যাচাই করা ;
- প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছে কি না;
- গৃহীত প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না;
- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানসমূহ অনুসরণ করে প্রকল্প কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে কি না;
- প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে কি না।

৫.০ ইফিসিয়েন্সি অডিটের নির্ণায়ক ঃ

- সরকারের জাতীয় নীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিডিবি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য;
- পিডিবি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মকৃতি;
- পিডিবি'র জন্য প্রযোজ্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যুতের মূল্যহার ও নিয়মাবলী ১৯৮৯, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশ, পরিপত্র, নীতিমালা, আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধি;
- বাজেট বরাদ্দ, আয়-ব্যয় বিবরণী, মাসিক হিসাব, বাৎসরিক হিসাব এবং সিএ ফার্মের প্রতিবেদন;
- রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে রেন্টাল কোম্পানিসমূহকে জ্বালানি/ফার্নেস অয়েল প্রদান চুক্তি;
- রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে রেন্টাল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে প্রদত্ত জ্বালানি/ফার্নেস অয়েলের বিপরীতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ সংক্রান্ত চুক্তি;

- অনুমোদিত ডিপিপি;
- ডিপিপি অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া;
- সম্পাদিত কাজের ড্রইং-ডিজাইন;
- প্রকল্পের কাজের মান নিরূপণ নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাব টেস্ট;

৬.০ ইফিসিয়েন্সি অডিটের পরিধি ঃ

ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষার আওতা মূলতঃ নিরীক্ষা কাজের পরিধি নির্দেশ করে, অর্থাৎ নিরীক্ষকগণ কি কি বিষয়ের উপর কি মাত্রায় তথ্যের ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ করবে তার পরিধি নিরীক্ষার পূর্বে নির্ধারণ করলে নিরীক্ষা সম্পাদন সহজতর হয়। নিরীক্ষা সম্পাদনের পূর্বে পিডিবির গঠনতন্ত্র, এমটিবিএফ বাজেট বই, চুক্তিপত্র, বাজেট বরাদ্দ ও আয়-ব্যয় বিবরণী, প্রকল্প তালিকা, প্রকল্পের পিসিপি, পিপি, ডিপিপি, অগ্রগতির প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষণ করে নিরীক্ষা পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর উপর ইফিসিয়েন্সি অডিট সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আওতা নিম্নরূপঃ

- সচিবালয় (নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা), (২) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), (৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, (৪) হিসাবরক্ষণ অফিস ;
- নির্বাচিত প্রকল্পের পিসিপি, পিপি ও ডিপিপি অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজে অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের নিরীক্ষা ;
- প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বাৎসরিক ও সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন যাচাই করা;
- প্রকল্পের উপর পরিদর্শন রিপোর্ট (আইএমইডি ও অভ্যন্তরীণ) পর্যালোচনা;
- বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত স্কীমসমূহের সার্বিক কার্যক্রম যাচাই/মূল্যায়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের বিভিন্ন কাজের ডিজাইন, দরপত্র, চুক্তিপত্র, এমবি ও বিল ভাউচার ।

৭.০ ইফিসিয়েন্সি অডিটের পদ্ধতি ঃ

- চেয়ারম্যান, প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলাপ-আলোচনা ;
- বাজেট বরাদ্দ, আয়-ব্যয় বিবরণী, মাসিক হিসাব এবং বাৎসরিক হিসাব যাচাই-বাছাই করা;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি (Subsidy) এবং ঋণ যথাযথ খাতে যথাযথভাবে মিতব্যায়িতার সাথে ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্যে ভর্তুকি (Subsidy) এবং ঋণ প্রদান করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করা;
- রেন্টাল এবং কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহকে জ্বালানি/ফার্নেস অয়েল প্রদান এবং বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, অনুপাত, শর্তাবলী এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন (বাস্তবে প্রদত্ত সুবিধা এবং প্রাপ্ত বিদ্যুৎ) পর্যালোচনা করা;
- ২০১১-১২ ও তদ্‌পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ ও অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের বরাদ্দ (যদি থাকে) এবং ব্যয়ের যাচাই এবং প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন;
- সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন, বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা;
- দরপত্র আহ্বান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের যথার্থতা পরীক্ষা করা;
- প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন এর যথার্থতা নিরূপন এবং কার্যাদেশ ও কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাই ;

৮.০ ইফিসিয়েন্সি অডিটের সীমাবদ্ধতা ও নিরীক্ষকের ঝুঁকি ঃ

- উন্নয়ন ও অনুন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত ঠিকাদার নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং কাজ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত অন্যান্য রেকর্ডপত্র পূর্ণাঙ্গ, সঠিক এবং সময়মত না পাওয়া;
- কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে নিরীক্ষকদের দক্ষতাজনিত ঝুঁকি;
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সম্পাদিতব্য কাজের প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট গ্রহণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণে ঝুঁকি;
- কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে রেন্টাল কোম্পানিসমূহকে জ্বালানি/ফার্নেস অয়েল প্রদান এবং প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণের অনুপাত সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষাকরণে নিরীক্ষকদের দক্ষতাজনিত ঝুঁকি;
- বিভিন্ন ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের অভাবে যথাসময়ে রেকর্ডপত্র না পাওয়া;
- নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামাল পুনঃ টেস্টের মাধ্যমে মান নির্ণয়ের যথার্থতা নিরূপনে ঝুঁকি;
- কারিগরী বিষয় সম্পর্কিত টেস্টের জন্য জনবলের অভাব;

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক গ্রহণযোগ্য Outage অপেক্ষা অতিরিক্ত Outage হওয়ায় Liquidated Damage (LD) কর্তন না করায় বিউবোর ক্ষতি ৪৪৯,২৭,৬৫,৯৮৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-২০১১ হতে ২০১১- ২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে পরিচালক ,আইপিপি সেল-১, বিউবো, ঢাকা এর অধীন কোয়ান্টাম, নোয়াপাড়া ১০৫ মে.ও. বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কোয়ান্টাম, ভেড়ামারা ১১০ মেগাওয়াট, মেসার্স এনার্জিস পাওয়ার কোম্পানি লিঃ, শিকলবাহা, চট্টগ্রাম, ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেসার্স দেশ এনার্জি লি:, সিদ্ধিরগঞ্জ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ডাচবাংলা পাওয়ার এসোসিয়েটস লি:, সিদ্ধিরগঞ্জ (১০০ মেগাওয়াট ৫ বছর মেয়াদী) বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্র, ইনভয়েস, বিল-ভাউচার, প্লান্ট ফ্যাক্টর উৎপাদন বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক গ্রহণযোগ্য Outage অপেক্ষা অতিরিক্ত Outage হওয়ায় LD কর্তন না করায় বিউবোর ক্ষতি ৪৪৯,২৭,৬৫,৯৮৯ টাকা।

  ক) নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি Messers Quantum Power System Ltd এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক নোয়াপাড়া, যশোরে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫ মেগাওয়াট এবং ২৬/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে COD কালীন অর্জিত ক্ষমতা ১০১.৪৩৭ মেগাওয়াট। চুক্তি অনুযায়ী প্লান্টের মোট উৎপাদন ক্ষমতা Availability ৯০% থাকার নির্দেশ রয়েছে।

- চুক্তিপত্রের Article 8.3 অনুযায়ী বৎসরে সর্বোচ্চ ৮৭৬ ঘন্টা আউটেজ (Outage) প্রাপ্য। বাস্তবে রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক ২৬/০৮/২০১১ খ্রিঃ হতে ২৫/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬৩৫২.৯৩ ঘন্টা Outage ব্যবহার করা হয়েছে । অনুরূপভাবে ২৬/০৮/২০১২ খ্রিঃ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যবহৃত Outage এর পরিমাণ ৫৮১২.৬৬ ঘন্টা। অর্থাৎ অতিরিক্ত Outage ব্যবহার করা হয়েছে ১০,৪১৩.৬২ ঘন্টা। অতিরিক্ত Outage বাবদ LD পরিমাণ ১০৭,৬২,৫৪,৪৬৮ টাকা (মার্কিন ডলার ১,৩৭,৩৬,৪৯৬.০৯ × ৭৮.৩৫ টাকা) ।

  খ) ভেড়ামারা ১১০ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ চুক্তি মোতাবেক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ায় স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১১০ মেগাওয়াট এবং ৩১/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে COD (Commercial Operation Date) কালীন অর্জিত ক্ষমতা ১০৪.৬৪৩ মেগাওয়াট। চুক্তি অনুযায়ী প্লান্টের মোট উৎপাদন ক্ষমতা Availability ৯০% থাকার নির্দেশ রয়েছে।

- রেন্টাল কোম্পানি ও বিউবো'র মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্লান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন মোট ক্ষমতার ৯০% এর কম হলে চুক্তিপত্রের Article 8.3 অনুযায়ী বৎসরে সর্বোচ্চ ৮৭৬ ঘন্টা আউটেজ (Outage) প্রাপ্য। বাস্তবে রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক ৩১/১২/২০১০ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০১২.৬০ ঘন্টা Outage ব্যবহার করা হয়েছে । অনুরূপভাবে ৩১/১২/২০১১ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত এক বছরে ব্যবহৃত Outage এর পরিমাণ ৫৪৬৫.১৮ ঘন্টা এবং ৩১/১২/২০১২ খ্রিঃ হতে জুন ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যবহৃত Outage এর পরিমাণ ৩২১৬.৮৪ ঘন্টা। অর্থাৎ অতিরিক্ত Outage ব্যবহার করা হয়েছে ৮,০৬৬.৬২ ঘন্টা। অতিরিক্ত Outage বাবদ LD এর পরিমাণ ২২৬,১১,৬৮,৪৭১ টাকা (মার্কিন ডলার ২,৮৮,৫৯,৮৪০.০৯ × ৭৮.৩৫ টাকা) । অতিরিক্ত Outage বাবদ LD কর্তন না করায় বিউবো ক্ষতির পরিমাণ ২২৬,১১,৬৮,৪৭১ টাকা।

  গ) শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ৫৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ Energies Power Company Ltd, Shikalbaha, Chattagram চুক্তিপত্রের Article 8.3 অনুযায়ী বৎসরে সর্বোচ্চ ৮৭৬ ঘন্টা আউটেজ (Outage) প্রাপ্য। বাস্তবে রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক ০৬/০৫/২০১০ খ্রিঃ হতে ০৫/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩,৮৭০.৩০৪ ঘন্টা Outage

ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ৬/০৫/২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫/০৫/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যবহৃত Outage এর পরিমাণ ৪৯৭৮.০৯ ঘন্টা এবং ০৬/০৫/২০১২ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত Outage ৩৭০২.৮১৩ ঘন্টা। সর্বমোট গৃহীত Outage (৩৮৭০.৩০৪ + ৪৯৭৮.০৯ + ৩৭০২.৮১৩) = ১২৫৫১.২০৭ ঘন্টা। উক্ত সময়ে প্রাপ্য Outage (৮৭৬×৩) = ২৬২৮ ঘন্টা। অর্থাৎ অতিরিক্ত Outage ব্যবহার করা হয়েছে (১২৫৫১.২০৭-২৬২৮) = ৯৯২৩.২০৭ ঘন্টা। অতিরিক্ত Outage বাবদ LD পরিমাণ ৮৯,৩৮,২২,৮৬২ টাকা । অতিরিক্ত Outage বাবদ LD কর্তন না করায় বিউবো ক্ষতির পরিমাণ ৮৯,৩৮,২২,৮৬২ টাকা।

ঘ) সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ মেসার্স দেশ এনার্জি লিঃ, সিদ্ধিরগঞ্জ এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৩ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় হয়। চুক্তিপত্রের Article 8.3 অনুযায়ী বৎসরে সর্বোচ্চ ৮৭৬ ঘন্টা আউটেজ (Outage) প্রাপ্য। বাস্তবে রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক ১৭/০২/২০১১ খ্রিঃ হতে ১৬/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৭৫৯.৫২৩ ঘন্টা Outage ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৭/০২/২০১২ খ্রিঃ হতে নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ব্যবহৃত Outage এর পরিমাণ ১১৬৪.৮৯ ঘন্টা। অর্থাৎ অতিরিক্ত Outage ব্যবহার করা হয়েছে ১,১৭০.৮৯ ঘন্টা। অতিরিক্ত Outage বাবদ LD মার্কিন ডলার ২৯,৩৪,৪৬৩.৭১ সমপরিমাণ ২৩,৩৫,৮৩,৩১১ টাকা (২৯,৩৪,৪৬৩.৭১ × ৭৯.৬০ টাকা) ।

ঙ) সিদ্ধিরগঞ্জ ডাচবাংলা পাওয়ার এসোসিয়েটস লিমিটেডঃ অনুরূপভাবে ডাচবাংলা পাওয়ার এসোসিয়েটস লি:, সিদ্ধিরগঞ্জ সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির Article 8.3 অনুযায়ী বৎসরে সর্বোচ্চ ৮৭৬ ঘন্টা আউটেজ (Outage) প্রাপ্য। বাস্তবে রেন্টাল কোম্পানী কর্তৃক ২১/০৭/২০১১ খ্রিঃ হতে ২০/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১০৫০.৮৫ ঘন্টা Outage ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত Outage ব্যবহার করা হয়েছে ১৭৪.৮৫ ঘন্টা। অতিরিক্ত Outage বাবদ LD পরিমাণ ২,৭৯,৩৬,৮৭৭ টাকা (মার্কিন ডলার ৩,৫৯,৩১৬.৭৫ × ৭৭.৭৫ টাকা)।

- চুক্তি মোতাবেক উল্লিখিত ৫টি ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে অতিরিক্ত Outage বাবদ এলডি আদায় না করায় সরকারের মোট ক্ষতি ৪৪৯,২৭,৬৫,৯৮৯ টাকা **[পরিশিষ্ট-০১]**।

অনিয়মের কারণঃ

- বাৎসরিক গ্রহণযোগ্য Outage অপেক্ষা অতিরিক্ত Outage হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিপত্রের Airticle -8.3 এর পরিপন্থীভাবে L.D কর্তন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়।
- **নোয়াপাড়াঃ** জবাবে জানানো হয় যে, নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃওঃ ও শিকলবাহা ৫৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিরিক্ত outage আদায় মামলার কারণে সম্ভব হচ্ছে না।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। অতিরিক্ত outage বাবদ প্রাপ্য LD আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। আপত্তিকৃত টাকা আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- **ভেড়ামারা ঃ** জবাবে জানানো হয় যে, ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোম্পানির সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি দ্বিতীয় বৎসর (৩১/১২/১১ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/১২ খ্রিঃ পর্যন্ত) প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৫৪৬৫.১৮ ঘন্টা Outage ব্যবহার করায় Excess outage এর জন্য এলডির পরিমাণ দাঁড়ায় মার্কিন ডলার ১২৬৪৫৪০৩.৯৫ যা পরিশোধের জন্য এলডি নোটিশ

প্রদান করা হয়। কোম্পানির দ্বিতীয় চুক্তি বৎসরের জন্য অতিরিক্ত outage পরিশোধ না করে জেলা আদালতে আরবিট্রেশন মিস কেইস নং-২১৯/২০১৩ দাখিল করে। আরবিট্রেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টি এনক্যাশ না করার এবং মাসিক ইনভয়েস হতে অতিরিক্ত outage বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কর্তন না করার জন্য আদালত Statusco জারি করেন।

- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:
- **কোয়ান্টাম ১০৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট, নোয়াপাড়া ঃ** জবাব অনুযায়ী দেখা যায়, Rental Company কর্তৃক ২৫/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরবিট্রেশন মিস কেস করা হয়েছে। অথচ ১ম চুক্তি বছর ছিল ২৬/৮/২০১১ খ্রিঃ হতে ২৫/৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ফলে ১ম চুক্তি বছরের নির্ধারিত ৮৭৬ ঘন্টায় অতিরিক্ত ৫৪৭৬.৯৬ ঘন্টা Outage হওয়ায় ১ম চুক্তি বছরের মধ্যে অথবা ১ম চুক্তি বছর শেষে ২৫/৪/২০১৩ খ্রিঃ এর পূর্বে মাসিক বিল হতে অথবা Bank Guarantee(BG) নগদায়ন করে টাকা আদায় করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু তা না করে ঠিকাদারকে মামলা করার সুযোগ দেয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। যথাযময়ে টাকা আদায় না করার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ টাকা আদায়ের নিমিত্তে মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **কোয়ান্টাম ১০৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট, ভেড়ামারা ঃ** যথাসময়ে টাকা আদায় না করে সময়ক্ষেপণ করে ঠিকাদারকে মামলা করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ টাকা আদায়ের নিমিত্তে মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **এনার্জিস পাওয়ার শিকলবাহা ঃ** মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো প্রয়োজন।
- **দেশ এনার্জি সিদ্ধিরগঞ্জ ঃ** জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত Outage সংশোধন করা হয়েছে। National Load Despatch Center(NLDC) এর চাহিদা সংশোধন এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক Outage এর পরিমাণ কমানো হয়েছে। দেশ এনার্জি লি:(DEL) এর Record অনুযায়ী NLDC এর চাহিদা ছিল না মর্মে প্রত্যয়ন দিয়ে NLDC এর প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ২০১১ সালে বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ব্যাপকভাবে কম হওয়ার কারণে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য Rental কোম্পানীসমূহের সাথে চুক্তি হয়। কাজেই NLDC এর চাহিদা ছিল না মর্মে প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে মার্চ, ১১ মাসে পিক আওয়ার দুপুর ১:০০ হতে রাত ৯:০০ পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা ছিল না এধরনের তথ্য বাস্তবসম্মত নয়। সার্বিক বিবেচনায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- **ডাচবাংলা পাওয়ার এসোসিয়েট লিঃ, সিদ্ধিরগঞ্জ ঃ** জবাবে উল্লেখ হয় যে, provisional হিসাব অনুযায়ী Outage হিসাব করে L.D ধার্য করে রেন্টাল কোম্পানীকে জানানো হয়। হিসাব সম্পর্কে রেন্টাল কোম্পানী আপত্তি জানায়। এ প্রেক্ষিতে রেন্টাল কোম্পানীর রেকর্ড লগ বহি অনুযায়ী Outage নির্ধারণ না করে NLDC এর প্রত্যয়ন অনুযায়ী Outage নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৮৭৬ ঘন্টার মধ্যে থাকায় L.D ধার্য করা হয়নি। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই provisional outage নিরূপন করে এলডি ধার্য করাই যুক্তিযুক্ত। রেন্টাল কোম্পানীর আপত্তির কারণে কোম্পানীর রেকর্ড লগ বহির ভিত্তিতে আউটেজ নির্ধারণ না করে শুধুমাত্র NLDC এর প্রত্যয়ন অনুযায়ী Outage বিবেচনা যথাযথ হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক গ্রহণযোগ্য Outage অপেক্ষা অতিরিক্ত Outage বাবদ LD দ্রুততার সাথে আদায় এবং যথাসময়ে কর্তন না করার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম ঃ বেসরকারি রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা (Dependable capacity) চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক টেস্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ১ম বৎসরের টেস্ট এর ভিত্তিতে মাসিক Fixed Rent প্রদান করায় বিউবো'র ক্ষতি ৩২৮,৬২,০৪,৪০২.৭৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে পরিচালক, আইপিপিসেল-১, বিউবো, ঢাকা এর কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেম লিমিটেড, ভেড়ামারা- ১১০ মেঃওঃ এবং নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্র, ইনভয়েস, নোটশীট, পত্রযোগসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা দেখা যায় যে,

- বে-সরকারি রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা (Dependable capacity) চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক টেস্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ১ম বৎসরের টেস্ট এর ভিত্তিতে মাসিক Fixed Rent প্রদান করায় বিউবো'র ক্ষতি ৩২৮,৬২,০৪,৪০২.৭৩ টাকা।
- **ভেড়ামারা ১১০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (Rental) মেসার্স Quantum Power System Ltd কর্তৃক ভেড়ামারা ৩ বৎসর মেয়াদী ১১০ মেঃ ওঃ এবং নোয়াপাড়া ৫ বৎসর মেয়াদী ১০৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিউবো'র সাথে ০৪/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।
- বিউবো'র সাথে রেন্টাল কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তির Article 7.2 অনুযায়ী বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করার পর থেকে রেন্টাল কোম্পানি প্রতি চুক্তি বৎসর শেষ হবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে Power Plant এর Dependable Capacity টেস্ট সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যদি টেস্ট-এ Dependable Capacity কম পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে নতুন টেস্ট ভ্যালুতে Dependable Capacity নির্ধারিত হবে এবং সে মোতাবেক মাসিক রেন্ট পরিশোধিত হবে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, Commercial Operation Date (COD) অর্জনের পর হতে ১ম চুক্তি বৎসর শেষ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী বৎসরের জন্য Plant এর বাৎসরিক Dependable capacity Test সম্পন্ন করা হয়নি। তবে COD অর্জনের পরবর্তীতে ভেড়ামারা ৩ বৎসর মেয়াদী পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ প্লান্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ৩৮.৭২ মেঃওঃ। অনুরূপভাবে নোয়াপাড়ায় অবস্থিত ৫ বৎসর মেয়াদী পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্ব্বোচ প্লান্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ১৭.৪৪ মেঃওঃ। উল্লেখ্য, ২টি পাওয়ার প্লান্ট COD তে অর্জিত capacity থেকে বর্তমানে ১৭ মেঃওঃ এবং ৭ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।
- বর্ণিত অবস্থায় ২টি প্লান্টের Dependable capacity Test গ্রহণ ব্যতিরেকে COD এর ভিত্তিতে মাসিক Fixed Rental Payment প্রদান করায় বিউবো'র ৩২৮,৬২,০৪,৪০২.৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [**পরিশিষ্ট -০২**]।
- উল্লেখ্য, চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রতিটি রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল কোম্পানির Dependable Capacity প্রতি বছর শেষে পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানির ক্ষেত্রে তা সম্পাদন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- চুক্তিপত্রের Article 7.2 এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাৎসরিক টেস্ট গ্রহণ ব্যতীত ১ম বৎসরের টেস্ট এর ভিত্তিতে মাসিক Fixed Rent প্রদান করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীতে ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে Exit সভায় বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়।
- **ভেড়ামারা ঃ** জবাবে জানানো হয় যে, ভেড়ামারা ১১০ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্রের আর্টিকেল ৭.২(এ) অনুযায়ী ১ম চুক্তির বৎসর শেষ হওয়ার পর বাৎসরিক Dependable Capacity Test সম্পন্ন করার বিষয়ে বারংবার নোটিশ প্রেরণ করা হলেও কোম্পানী বাৎসরিক Dependable Test সম্পন্ন করেনি। একইভাবে ২য় ও ৩য় বৎসরেও Dependable Capacity Test সম্পন্ন করার জন্য নোটিশ প্রদান করা হলেও কোম্পানী Dependable Capacity Test করেনি। এ বিষয়ে কোম্পানিকে LD পরিশোধের নোটিশ প্রদান করা হলে কোম্পানী আদালতে কেইস দাখিল করায় আদালত Statusco জারি করেন।
- **নোয়াপাড়া ঃ** নোয়াপাড়ায় ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর নিকট ডিপেন্ডেবল ক্যাপাসিটি টেস্ট না করায় ২য় বৎসরে LD নোটিশ প্রদান করা হলে LD পরিশোধ না করে আদালতে মামলা দায়ের করায় আদালত Statusco জারি করেন।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। বেসরকারি রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক টেস্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ১ম বৎসরের টেস্ট এর ভিত্তিতে মাসিক ফিক্সড রেন্ট প্রদান করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। চুক্তি মোতাবেক দ্বিতীয় বছর থেকে Dependable Capacity Test না করার ফলে যে অতিরিক্ত ফিক্সড রেন্ট প্রদান করা হয়েছে তা আদায় না হওয়ায় নিস্পত্তিযোগ্য নয়।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। ১২/০৪/২০১৫ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। আপত্তি অনুযায়ী জবাব প্রেরণ করা হয়নি তাছাড়া রেন্টাল কোম্পানি মামলা চলমান থাকায় আপত্তিটি নিস্পত্তিযোগ্য নয়।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

  আপত্তির জবাবে চুক্তি মোতাবেক যথাসময়ে Dependable Capacity সম্পন্ন না করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড চুক্তি অনুযায়ী রেন্টাল কোম্পানীসমূহের Dependable Capacity test সম্পন্ন না করায় চুক্তির আলোকে আপত্তিতে উল্লিখিত জরিমানার অর্থ আদায় করার বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মামলাগুলো দ্রুত অনুসরণের মাধ্যমে নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বে-সরকারি রেন্টাল কোম্পানী কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা (Dependable Capacity) চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক টেস্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ১ম বৎসরের টেস্ট এর ভিত্তিতে মাসিক Fixed Rent প্রদান করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং সরকারি পাওনা আদায়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারজনিত অর্থ আদায় না করায় বিউবো'র ক্ষতি ২৫০,২১,৪১,৩৭৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে পরিচালক, আইপিপি সেল-১, বিউবো, ঢাকা এর অধীন কোয়ান্টাম, ভেড়ামারা ১১০ মেগাওয়াট এবং কোয়ান্টাম, নোয়াপাড়া ১০৫ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র; মেসার্স এনার্জিস পাওয়ার কোম্পানি লিঃ, শিকলবাহা, চট্টগ্রাম, ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র; মেসার্স দেশ এনার্জি লিঃ, সিদ্ধিরগঞ্জ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র; মেসার্স ডাচ বাংলা পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েট লি: এর ১০০ মেগাওয়াট ৫ বছর মেয়াদী রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং M/S Sinha Power Generation company Ltd. আমনুরা, চাপাইনবাবগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্র, ইনভয়েস, বিল-ভাউচার, প্লান্ট ফ্যাক্টর, উৎপাদন বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারজনিত অর্থ আদায় না করায় বিউবোর ক্ষতি ২৫০,২১,৪১,৩৭৪ টাকা ।

  (ক) ভেড়ামারা ১১০ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে Messers Quantum Power System Ltd. এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৩ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ায় স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১১০ মেগাওয়াট এবং ৩১/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে Commercial Operation Date (COD) কালীন অর্জিত ক্ষমতা ১০৪.৬৪৩ মেগাওয়াট। সম্পাদিত চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী প্রতি কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে জ্বালানি খরচের নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

- চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী ১ম বছর ২,৪২,৭৬,৭৩১ কিঃওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে ৯৯,৫২,৫৮২ লিটার যার মূল্য ৬১,২৬,৩৬৬ মার্কিন ডলার দেশীয় মুদ্রায় (৭৮.৩৫ টাকা হারে) ৪৮,০০,০০,৮০৮.৩৮ টাকা। ২য় বছর ১৮,৪৮,১৭,০১০ কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে ৫৯,৫২,২৫২ লিটার যার মূল্য ৪৩,৪০,৭২১ মার্কিন ডলার দেশীয় মুদ্রায় (৭৮.৩৫ টাকা হারে) ৩৪,০০,৯৫,৪৯৩.৪৮ টাকা। ৩য় বছর ২,৪৬,১৭,৫৭৯ কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে ১০,৩৬,৪৬৭ লিটার যার মূল্য ৮,৮৯,৮২৮ মার্কিন ডলার দেশীয় মুদ্রায় (৭৮.৩৫ টাকা হারে) ৬,৯৭১৮,০১৫.৮১ টাকা। ফলে অতিরিক্ত তেল ব্যবহারজনিত ক্ষতির পরিমাণ ৮৮,৯৮,১৪,৩১৭.৬৭ টাকা যা অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট রেন্টাল কোম্পানীর নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

  (খ) **নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** অনুরূপভাবে বেসরকারি Messers Quantum Power System Ltd এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির আওতায় নোয়াপাড়া, যশোর এ স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫ মেগাওয়াট এবং ২৬/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে Commercial Operation Date (COD) কালীন অর্জিত ক্ষমতা ১০১.৪৩৭ মেগাওয়াট। চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী ১ম ও ২য় বছর ২২,৫০,৩২,৩২১ কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে ৭১,৬৬,০২৩ লিঃ যার মূল্য ২৮,৫৯,৯৫৩ মার্কিন ডলার দেশীয় মুদ্রায় (৭৮.৩৫ টাকা হারে) ২২,৪০,৭৭,৩৪৮.৮৯ টাকা। অতিরিক্ত তেল ব্যবহারজনিত ক্ষতির পরিমাণ ২২,৪০,৭৭,৩৪৮.৮৮ টাকা যা অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট রেন্টাল কোম্পানীর নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

  (গ) **সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র** ঃ বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেসার্স দেশ এনার্জি লিঃ এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৩ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট এবং ১৭/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে Commercial Operation Date (COD) কালীন অর্জিত ক্ষমতা ৯৫.৭৭ মেগাওয়াট। সম্পাদিত চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী প্রতি

কিঃওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে জ্বালানি খরচের নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী ১ম বছর ও ২য় বছর ৫৬,৯৩,৫৫,২২৪ কিঃওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্য জ্বালানি তেলের পরিমাণ ১৩,৮৪,৮৯,১৯৪ লিটার। কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে ১৫,৪৮,২৭,৪৬৫ লিটার। অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের পরিমাণ ১৬,৩৮,২৭১ লিটার। যার মূল্য ১,০৬,৯৩,০৭৯ মার্কিন ডলার। উক্ত পাওনা হতে ১১,৮৪,০৯৭ মার্কিন ডলার কর্তন করা হয়েছে। চুক্তির মেয়াদ শেষ পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবশিষ্ট ৯৫,০৮,৯৮২ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ (৭৮.৩৫ টাকা হারে) ৭৪,৫০,২৮,৭৪০ টাকা আদায় না করে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যার ফলে বিউবো'র অর্থ অপচয় হয়েছে।

(ঘ) **শিকলবাহা ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** মেসার্স এনার্জিস পাওয়ার কোম্পানি লিঃ, শিকলবাহা, চট্টগ্রাম এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৩ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক শিকলবাহা, চট্টগ্রাম এ স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট এবং ০৬/০৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে Commercial Operation Date (COD) কালীন অর্জিত ক্ষমতা ৫৩.৩৩৮ মেগাওয়াট। সম্পাদিত চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী প্রতি কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে জ্বালানি খরচের নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী ২য় বৎসর প্রাপ্য ফুয়েল (High Speed Furnace Oil) ২,৩৩,৯১,৪২৮ লিঃ কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারের পরিমাণ ২,৮২,৬৪,৭৯৮ লিটার। ফলে অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানীর পরিমাণ ৪৮,৭৩,৩৬৯ লিটার যার মূল্য মার্কিন ডলার ৩০,৬১,৩২০ দেশীয় মুদ্রায় ২৫,১০,২৮,৩১২ টাকা (মে/২০১২ এর ভিত্তিতে প্রতি ডলার মূল্য ৮২.০০ টাকা)। ৩য় বছর (০৬/০৫/২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০/০১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত) অনুযায়ী প্রাপ্য ফুয়েল (এইচএফও) ১,৪১,১৬,৮১২ লিটার কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারের পরিমাণ ১,৬৮,৪১,৬২০ লিটার। ফলে অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানীর পরিমাণ হচ্ছে ২৭,২৪,৮০৭ লিটার যার মূল্য মার্কিন ডলার ২০,৫৭,৯৯৯ দেশীয় মুদ্রায় ১৬,২৯,৯৩,৫২৭ টাকা (জানুয়ারী/২০১৩ এর ভিত্তিতে প্রতি ডলার মূল্য ৭৯.২০ টাকা)।

- অতিরিক্ত তেল ব্যবহারজনিত ক্ষতির পরিমাণ ৪১,৪০,২১,৮৩৯ টাকা যা অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট রেন্টাল কোম্পানির নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

(ঙ) **সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র** ঃ বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেসার্স ডাচ বাংলা পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েট লিঃ এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট এবং ২১/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে Commercial Operation Date (COD) কালীন অর্জিত ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট। সম্পাদিত চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী প্রতি কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে জ্বালানি খরচের নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী প্রি- সিওডি হতে অক্টোবর-২০১২ পর্যন্ত ৬৩,০৮,১৩,১৬৮ কিঃ ওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্য জ্বালানি তেলের পরিমাণ ১৩,২৭,৭৮,৮৯৭ লিটার। কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে ১৪,১৯,৪৯,৪৬১ লিটার। অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের পরিমাণ ৯১,৭০,৫৬৪ লিটার। যার মূল্য ২৩,১৪,৭৩০ মার্কিন ডলার। উক্ত পাওনা হতে ৭,০৬,৯৪৬ মার্কিন ডলার কর্তন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬,০৭,৭৮৪ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ (৮১.৩০ টাকা হারে) ১৩,০৭,১২,৮৩৯ টাকা আদায় না করে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় বিউবো'র আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(চ) **চাপাইনবাবগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র** ঃ মেসার্স সিনহা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ ৫০ মেগা ওয়াট ৫ বছর মেয়াদী রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চাপাইনবাবগঞ্জ এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বৎসর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত প্ল্যান্ট ১৩/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে কমিশনিং করা হয় যার চুক্তিবদ্ধ ক্ষমতা ৫০ মেগাওয়াট, Dependable Capacity ৫০ মেগাওয়াট এবং প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ছিল ৯০% ।

- সম্পাদিত চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী প্রতি কিঃওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে জ্বালানি খরচের নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী ১৩-০১-২০১২ হতে জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ১০,৫৭,০৭,৪৮৬ কিঃওঃ ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্য জ্বালানি তেলের পরিমাণ ২,২৯,৬৮,০৫০ লিটার। কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে ২,৪৬,৭৭,৭৭৮ লিটার। অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের

পরিমাণ ১৭,০৯,৭২৮ লিটার। যার মূল্য ১২,৪৯,৮২৬ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ (৭৮.৮০ টাকা হারে) ৯,৮৪,৮৬,২৮৯ টাকা আদায় না করে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের কারণে বিউবো'র ক্ষতি ২৫০,২১,৪১,৩৭৪ টাকা **[পরিশিষ্ট -০৩]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার জনিত অর্থ আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়।
- ভেড়ামারা ১১০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Excess Fuel এর জন্য প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করে ঢাকা জেলা জজ আদালতে মিস কেইস নং- ২১৯/২০১৩ দাখিল করে। আরবিট্রেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টি ইনক্যাশ না করায় এবং মাসিক ইনভয়েস থেকে অতিরিক্ত ফুয়েল বাবদ প্রাপ্য অর্থ কর্তন না করার বিষয়ে আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
- নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১ম ও ২য় বৎসরে এবং শিকলবাহা ৫৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১ম ও ২য় বৎসরের Excess Fuel ব্যবহারের অর্থ পরিশোধ না করে মামলা করায় ইনভয়েস হতে কোন অর্থ কর্তন না করার জন্য Statusco জারি করেন।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। Excess Fuel এর অর্থ আদায় না হওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। আপত্তিকৃত টাকা আদায় না করায় এবং এ বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

  Article 13.1. (b) (iii) অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার জনিত অর্থ আদায় না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মামলাগুলো দ্রুত অনুসরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারজনিত অর্থ আদায় না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ১ম মেয়াদ উর্ত্তীণের পর বিধি বহির্ভূতভাবে ২য় বার পুনঃ চুক্তি সম্পাদন করায় বিউবো'র ক্ষতি ২১৭,২৭,৪৮,৪৮৪ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-২০১১ হতে ২০১১- ২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ ৪০ মেগাওয়াট, খুলনা ও এনার্জি প্রিমা, কুমারগাঁও ৫০ মেগাওয়াট, সিলেট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্র এবং বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা দেখা যায় যে,

- চুক্তি অনুযায়ী নূন্যতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ১ম মেয়াদ উর্ত্তীণের পর বিধি বহির্ভূতভাবে ২য় বার পুনঃচুক্তি সম্পাদন করায় বিউবো'র ক্ষতি ২১৭,২৭,৪৮,৪৮৪ টাকা।
- **(ক) খুলনা ৪০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** নিরীক্ষায় দেখা যায়, বেসরকারি ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ এর সাথে ২৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মোতাবেক প্রতি কিলোওয়াট ২১.৭৩ মার্কিন ডলার মাসিক হিসেবে ফিক্সড রেন্ট ধার্য্য করা হয় যা বিনিয়োগ ব্যয় রিকভারি হিসেবে বিবেচিত। চুক্তির মেয়াদকালীন মাসিক ফিক্সড ভাড়ার পরিমাণ হচ্ছে (৪০ মেগাওয়াট × ১০০০ কিলোওয়াট × ২১.৭৩ মার্কিন ডলার) = ৮,৬৯,২০০ মার্কিন ডলার। উল্লিখিত মাসিক ভাড়া বাবদ চুক্তিকালীন সময় অর্থাৎ ১২/০৬/২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ৩,১২,৯১,২০০ মার্কিন ডলার।
- **(খ) কুমারগাঁও ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ঃ** অনুরূপভাবে বেসরকারি ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র "এনার্জি প্রিমা", কুমারগাঁও, সিলেট এর সাথে ২৩/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মোতাবেক প্রতি কিলোওয়াট ১৫.৯০ মার্কিন ডলার মাসিক হিসেবে ফিক্সড রেন্ট ধার্য্য করা হয় যা বিনিয়োগ ব্যয় রিকভারী হিসেবে বিবেচিত। চুক্তির মেয়াদকালীন মাসিক ফিক্সড ভাড়ার পরিমাণ হচ্ছে (৪৭.৯৩৬ মেগাওয়াট × ১০০০ কিলোওয়াট × ১৫.৯০ মার্কিন ডলার) = ৭,৬২,১৮২.৪০ মার্কিন ডলার। উল্লিখিত মাসিক ভাড়া বাবদ চুক্তিকালীন সময় অর্থাৎ ২৩/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ২,৭৪,৩৮,৫৬৬ মার্কিন ডলার (ডলারের বিনিময় হার টাকায় ভিন্ন ভিন্ন যা পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত)।
- উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান দুইটি মেয়াদকালীন নূন্যতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় মেয়াদ শেষে চুক্তি নবায়নের কোন ক্লজ চুক্তিতে না থাকা সত্ত্বেও এবং Dependable Capacity পুনঃ নির্ধারণ ব্যতীত পূর্বের Dependable Capacity ভিত্তিতে ফিক্সড রেন্টে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান ২টি কর্তৃক মেয়াদকালীন বিনিয়োগ ব্যয় ফিক্সড রেন্টের মাধ্যমে রিকভারী করা সত্ত্বেও ফিক্সড রেন্ট বহাল রেখে চুক্তি নবায়ন করে আর্থিকভাবে লাভবান করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু বিনিয়োগ ব্যয় রিকভারী হয়েছে সে কারণে বিউবো কর্তৃক উৎপাদনের ভিত্তিতে যুক্তিসংগত দরে চুক্তি নবায়ন করা যেত। তা না করে ফিক্সড রেন্টে চুক্তি নবায়ন করায় মোট ক্ষতির পরিমাণ (এগ্রিকো- ৯৪,০৯,৮৪,০৭৬ টাকা + এনার্জি প্রিমা-১২৩,১৭,৬৪,৪০৮ টাকা) = ২১৭,২৭,৪৮,৪৮৪ টাকা **[পরিশিষ্ট ০৪(১-২)]**।
- অযৌক্তিকভাবে প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টালের সাথে পুনঃচুক্তি সম্পাদনে উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ন্যূনতম প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম মেয়াদ উত্তীর্নের পর ২য় বার পুনঃচুক্তি সম্পাদন করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ২৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিন বছর পর্যন্ত Availability ৯০% ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে চুক্তির মেয়াদ শেষে বিদ্যুৎ জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধির (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ এর আওতায় গঠিত প্রক্রিয়াকরণ কমিটি কর্তৃক নেগোশিয়েশন এর মাধ্যমে রেন্টাল প্রাইস (ফিক্সড রেট) পুনঃ নির্ধারণ করে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এ পর্যায়ের চুক্তির ক্ষেত্রে Dependable Capacity পরিচালনা করা হয়। খুলনা ৪০ মেঃওঃ এবং কুমারগাঁও ৫০ মেঃওঃ পাওয়া যায়।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী নুন্যতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ১ম মেয়াদ উত্তীর্ণের পর বিধি বহির্ভুতভাবে ২য় বার পুনঃচুক্তি সম্পন্ন করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায় এবং ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী নূন্যতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল কোম্পানির সাথে ১ম মেয়াদ উর্ত্তীণের পর বিধি বহির্ভূতভাবে ২য় বার পুনঃচুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে যথাযথ জবাব না পাওয়ায় নিস্পত্তিযোগ্য নয় ।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

  প্রতিষ্ঠানের জবাব হতে দেখা যায় পরবর্তী চুক্তির ক্ষেত্রে পূর্বের শর্ত বলবৎ রাখা হয়েছে। যেহেতু ১ম চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান Fixed rent এর মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত অর্থ recover করেছে। ফলে পরবর্তী চুক্তির ক্ষেত্রে Fixed rent নির্ধারণের কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের মাসিক বিল যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সময় Plant Factor অর্জিত হয়নি। অথচ জবাব উল্লেখ করা হয়েছে চুক্তিবদ্ধ Plant Factor অর্জিত হয়েছে যা সঠিক নয়। এমতাবস্থায় জবাব গ্রহনযোগ্য না হওয়ায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তি অনুযায়ী নূন্যতম ৯০% প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ১ম মেয়াদ উর্ত্তীণের পর বিধি বহির্ভূতভাবে ২য় বার পুনঃচুক্তি সম্পন্ন করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনামঃ বেসরকারি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির আওতায় রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক যথাসময়ে কমার্শিয়াল অপারেশন Commercial Operation Date (COD) গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী Liquidated Damage(LD) আদায় না করায় ক্ষতি ২৯৮,৪৬,৫৯,৮৮৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে পরিচালক, আইপিপিসেল-১, বিউবো, ঢাকা এর অধীন রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোয়ান্টাম, ভেড়ামারা ১১০ মেগাওয়াট এবং কোয়ান্টাম, নোয়াপাড়া ১০৫ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, Northern Power Solution Limited, কাটাখালী, রাজশাহী ৫০ মেগাওয়াট বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, M/S Acron Infrasturcture Services Ltd. জুলদা, চট্টগ্রাম, ৫ বৎসর মেয়াদী ১০০মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আশুগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ (৩ বছর মেয়াদী) রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৭০ মেঃওঃ রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানি, বি-বাড়ীয়া (এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ) এবং ডাচ বাংলা পাওয়ার এন্ড এ্যাসোসিয়েট লিঃ এর চুক্তিপত্র, দরপত্র, ইনভয়েস, প্রগ্রেস রিপোর্ট, Provisional Acceptance Certificate (PAC) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিম্নবর্ণিত ৮টি রেন্টাল বিদ্যুৎ কোম্পানী চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত তারিখে COD অর্জনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও LD কর্তন করা হয়নি। যেমন ঃ

- (১) নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, যশোর (২) ভেড়ামারা ১১০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া (৩) কাটাখালী ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাজশাহী (৪) জুলদা ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, , চট্টগ্রাম (৫) আশুগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৬) বি-বাড়িয়া ৭০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৭) ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিদ্ধিরগঞ্জ ও (৮) মেঘনাঘাট ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- M/S Quantam Power System Limited নোয়াপাড়া ৫ বছর মেয়াদী ১০৫ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নোয়াপাড়া, যশোর এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ২৬৬ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ৯৭,৫১,৩৫,০০০ টাকা।
- M/S Quantam Power System Limited ভেড়ামারা ৩ বছর মেয়াদী ১১০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ২০৯ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ২৪,০১,৩০,০০০ টাকা।
- Northern Power Solution Limited রাজশাহী জেলার কাটাখালীস্থ ৩ বৎসর মেয়াদী ৫০মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ৩৭২ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ৭১,০৪,৩০,০০০ টাকা।
- M/S Acron Infrasturcture Services Ltd. জুলদা চট্টগ্রাম ৫ বৎসর মেয়াদী ১০০ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ৩০১ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ৬৯,২৬,৫৪,৩১২ টাকা।
- প্রিসিশন এনার্জি লিঃ, আশুগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ৫১৯ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ১৫,৭১,৯২,৫৭৪ টাকা।
- এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, বি-বাড়ীয়ায় ৭০ মেঃওঃ এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ২৭ দিনের মধ্যে LD আদায় করা হয়েছে ২০ দিনের। ফলে অবশিষ্ট (২৭-২০) = ৭ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ১,৭৯,৮৩,০০০ টাকা।
- ডাচ্-বাংলা পাওয়ার এন্ড এ্যাসোসিয়েট লিঃ এর সিওডি অর্জনে বিলম্বিত সময় ১১০ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ১৫,৩১,৩৫,০০০ টাকা।
- মেঘনাঘাট ১০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, IEL Consortium & Associates Ltd. এর COD অর্জনে বিলম্বিত সময় ৪১ দিনের জন্য LD বাবদ আদায়যোগ্য ৩,৮০,০০,০০০ টাকা।
- উক্ত ৮টি রেন্টাল কোম্পানীর চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে COD অর্জনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট হতে LD আদায় না করায় মোট ক্ষতির পরিমাণ (৯৭,৫১,৩৫,০০০ + ২৪,০১,৩০,০০০ + ৭১,০৪,৩০,০০০ + ৬৯,২৬,৫৪,৩১২ + ১৫,৭১,৯২,৫৭৪+ ১,৭৯,৮৩,০০০ + ১৫,৩১,৩৫,০০০ + ৩,৮০,০০,০০০) = ২৯৮,৪৬,৫৯,৮৮৬ টাকা [**পরিশিষ্ট -০৫**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- চুক্তি পত্রের Clause 8.1 অনুযায়ী রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক যথাসময়ে Commercial Operation Date গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও Liquadated Damage আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ভেড়ামারা ১১০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০৯ দিন পর COD অর্জন করে। তন্মধ্যে ১৫ দিনের জন্য ৮২,৫০,০০০ টাকা L.D কর্তন করা হয়েছে। অবশিষ্ট L.D এর বিষয়ে কোয়ান্টাম কোম্পানি কর্তৃক মামলা করায় L.D কর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া নোয়াপাড়া ১০৫ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক মামলা করায় যথাসময়ে COD অর্জনে ব্যর্থতার জন্য এলডি কর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয় । ৮টি রেন্টাল কোম্পানির স্থলে ২টির LD আংশিক কর্তনের বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কর্তৃক যথাসময়ে COD অর্জনে ব্যর্থতায় চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ LD কর্তন পূর্বক জবাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে মামলা থাকায় নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:
- **কোয়ান্টাম, নোয়াপাড়া, যশোর ও কোয়ান্টাম, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া ঃ** আপত্তিকৃত টাকা আদায় না হওয়ার জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- **Northern Power Solution** ঃ মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- **M/S Acorn Infrastructure Service Ltd** ঃ ৩০/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ৮৪ দিন Commercial Operation Date(COD) বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে ১৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে। উল্লেখ্য, চুক্তির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে Cabinet Committee on Government Purchase(CCGP)। অথচ তা অনুমোদন করছে বিদ্যুৎ বিভাগ যা গ্রহণযোগ্য নয়। জবাব হতে দেখা যায়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ৮৪ দিনের LD মওকুফ করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।
- **প্রিসিশন ঃ** চুক্তিপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে (CCGP) কিন্তু এক্ষেত্রে COD অর্জনের সময় দুদফা বর্ধিত করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ যা যথাযথ নয়। অন্যান্য চুক্তিপত্রে COD অর্জনে ব্যর্থতার কারণে এলডি ধার্যের নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ না থাকলেও আলোচ্য চুক্তির ক্ষেত্রের COD অর্জনে ব্যর্থতার কারণে LD ধার্যের সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৬০ দিন যা যথাযথ নয়। COD অর্জনে এক্ষেত্রে বিলম্ব হয়েছিল ৫১৯ দিন। Article 8.1(a) মোতাবেক COD অর্জনের সময়কাল ৬০ দিনের অধিক হলে চুক্তি বাতিলসহ PSD নগদায়ন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।
- **এগ্রিকো ঃ** চুক্তিপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে (CCGP)। কিন্তু এক্ষেত্রে COD অর্জনের সময় বৃদ্ধির করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ যা যথাযথ নয়। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।
- **ডাচ বাংলা ঃ** চুক্তিপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে (CCGP)। কিন্তু এক্ষেত্রে COD অর্জনের সময় বৃদ্ধির করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ যা যথাযথ নয়। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।
- **মেঘনাঘাট ঃ** চুক্তিপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে (CCGP)। কিন্তু এক্ষেত্রে COD অর্জনের সময় বৃদ্ধির করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ যা যথাযথ নয়। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মামলাগুলো দ্রুত অনুসরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বেসরকারি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির আওতায় রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক যথাসময়ে কমার্শিয়াল অপারেশন (COD) গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী Liquidated Damage আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম ঃ সিওডি'র সময়ে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটির চেয়ে Dependable Capacity কম অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির শর্তানুযায়ী Liquidated Damage (LD) আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি ৭৩,০৭,৯৫,৯১০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের, ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১- ২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ওপর ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে পরিচালক, আইপিপি সেল-১/২, বিউবো, ঢাকা কার্যালয়ের অধীন মেসার্স আর জেড পাওয়ার লিমিটেড, ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও এবং এনার্জি প্রিমা লিঃ, ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর চুক্তিপত্র এবং সিওডি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটির চেয়ে Dependable Capacity কম অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও রেন্টাল কোম্পানীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী Liquidated Damage আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি ৭৩,০৭,৯৫,৯১০ টাকা।

- চুক্তির শর্ত ৮.২ অনুযায়ী সিওডি'র সময়ে চুক্তিকৃত ক্যাপাসিটির চেয়ে ৫% পর্যন্ত কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি কিলোওয়াটে ৫০০ ইউএস ডলার এবং ৫% এর উর্ধ্বে ও ১০% পর্যন্ত কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি কিলোওয়াটে ১০০০ ইউএস ডলার Liquidated Damage আরোপযোগ্য।

  (ক) ঠাকুরগাঁও ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, মেসার্স আর জেড পাওয়ার লিমিটেড এর ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত ক্যাপাসিটি ছিল ৫০ মেগাওয়াট কিন্তু Dependable Capacity পরীক্ষায় উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৪৬.৯২৯ মেগাওয়াট। ফলে ঘাটতি (৫০.০০০-৪৬.৯২৯) = ৩.০৭১ মেঃওঃ বা ৩,০৭১ কিলোওয়াট এবং ঘাটতির হার ৬.১৪%। চুক্তির শর্ত মোতাবেক উল্লিখিত Shortfall এর জন্য আরোপযোগ্য Liquidated Damage (LD) এর পরিমাণ ৩০,৭১,০০০ মার্কিন ডলার (৩,০৭১ কিলোওয়াট × ১,০০০ মার্কিন ডলার × ৬৯.৪১ টাকা) = ২১,৩১,৫৮,১১০ টাকা।

  (খ) ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ঃ মেসার্স এনার্জি প্রিমা লিঃ এর ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত ক্যাপাসিটি ছিল ৫০ মেগাওয়াট কিন্তু Dependable Capacity পরীক্ষায় উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৪৩.৭৬৩৪ মেগাওয়াট। ফলে ঘাটতি (৫০.০০০০-৪৩.৭৬৩৪) = ৬.২৩৬৬ মেঃওঃ বা ৬,২৩৬.৬ কিলোওয়াট এবং ঘাটতির হার ১২.৪৭%। চুক্তির শর্ত মোতাবেক উল্লিখিত Short fall এর জন্য আরোপযোগ্য LD এর পরিমাণ ৬২,৩৬,৬০০ মার্কিন ডলার (৬,২৩৬.৬ কিলোওয়াট × ১,০০০ মার্কিন ডলার × ৮৩.০০ টাকা) = ৫১,৭৬,৩৭,৮০০ টাকা।

- রেন্টাল কোম্পানীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী সিওডি'র সময়ে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটির চেয়ে কম ক্যাপাসিটিতে Dependable Capacity নির্ধারণ অর্জিত হওয়ায় আরোপকৃত Liquidated Damage আদায় না করায় সরকারের (২১,৩১,৫৮,১১০ + ৫১,৭৬,৩৭,৮০০) = ৭৩,০৭,৯৫,৯১০ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৬]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- চুক্তি পত্রের শর্ত ৮.২ অনুযায়ী Commercial Operation Date এর সময়ে চুক্তিকৃত ক্যাপাসিটির চেয়ে কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য Liquadated Damage আরোপ ও আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়।
- **RZ Power Ltd ঃ** জবাবে জানানো হয় যে, এর নিকট হতে ৫% হারে ৮.২ ধারা অনুযায়ী ০.৫৭১ মেঃওঃ Short Fall এর জন্য ৫,৭১,০০০ মার্কিন ডলার Liquidated Damage (LD) আদায় করা হয়েছে ।
- **এনার্জি প্রিমা লিমিটেড ঃ** জবাবে জানানো হয় যে, এর ক্ষেত্রে ৮.২ ধারা অনুযায়ী ৭/১৩ হতে মার্কিন ডলার ২,৩৯,৬৩৭.৭২ হারে কর্তন করা হচ্ছে।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী আদায়যোগ্য সমুদয় LD আদায় না করে কিস্তিতে কম LD আদায়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তি মোতাবেক LD আদায়ের প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। আপত্তি মোতাবেক সম্পূর্ণ LD আদায় না হওয়ায় আপত্তি নিষ্পত্তিযাগ্য নয়।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

  (ক) জবাবে যে হিসাব প্রদর্শন করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটি হতে অর্জিত ক্যাপাসিটি ৬.১৪% কম। ফলে Article ৮.২ মোতাবেক ধার্যকৃত LD এর সমুদয় অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

  (খ) জবাবে যে হিসাব প্রদর্শন করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটি হতে অর্জিত ক্যাপাসিটি ১২.৪৭% কম। ফলে চুক্তির Article ৮.২ মোতাবেক ধার্যকৃত LD এর সমুদয় অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- রেন্টাল কোম্পানির সাথে চুক্তি অনুযায়ী সিওডি'র সময়ে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটির চেয়ে কম ক্যাপাসিটিতে Dependable Capacity নির্ধারিত হওয়ায় Liquidated Damage আরোপ এবং আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং এ ধরনের অনিয়ম বন্ধ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরেনাম ঃ চুক্তির শর্তানুযায়ী আদায়যোগ্য সমুদয় Liquidated Damage (LD) আদায় না করে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান এবং অনাদায়ী LD এর পরিমাণ ১,৩০,৩৯,৫৫৯ মার্কিন ডলার সমপরিমান ১০৩,৩৭,৭৩,৪৮১ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে পরিচালক, আইপিপিসেল-২, বিউবো, ঢাকা এর অধীন Messers Acorn Infrastructures Service Ltd, জুলদা, চট্টগ্রাম এবং Messers Sinha Power Generation Company Ltd, আমনুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্র, ইনভয়েস, বিল-ভাউচার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- চুক্তির শর্তানুযায়ী আদায়যোগ্য সমুদয় এলডি আদায় না করে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান এবং অনাদায়ী এলডি পরিমাণ ১,৩০,৩৯,৫৫৯ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ১০৩,৩৭,৭৩,৪৮১ টাকা।

  (ক) জুলদা ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী Messers Acorn Infrastructures Service Ltd, জুলদা, চট্টগ্রাম এর সাথে ৫ বৎসর মেয়াদী ১০০ মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিউবো'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (চুক্তিপত্র নং ৯৭৫৯, তাং ০৬/০৭/২০১০ খ্রিঃ)।
- চুক্তি মোতাবেক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির Revised Commercial Operation Date(RCOD) ছিল ৩০/০৫/২০১১ খ্রিঃ। কিন্তু বাস্তবে RCOD অর্জিত হয়েছে ২৬-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ৩০১ দিন পর Commercial Operation Date (COD) অর্জন করেছে।
- চুক্তিপত্রের Clause No 8.1 অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে Commercial Operation Date (COD) অর্জনে ব্যর্থতায় ৩০১ দিন বিলম্বের জন্য এলডির পরিমাণ (১০০ মেঃওঃ × ৫০০ মাঃ ডঃ × ৩০১ দিন) ১,৫০,৫০,০০০ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে Performance Security Deposit (PSD) বাবদ ৭,৫০,০০০ মার্কিন ডলার সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট আদায়যোগ্য এলডির ১,৪৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার।
- বিলম্বে Commercial Operation Date (COD) অর্জন হওয়ায় চুক্তি মোতাবেক এলডি বাবদ পাওনা এককালীন আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে কিস্তিতে আদায়ের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা বহির্ভূত বিউবো'র চেয়ারম্যান বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ২৪টি কিস্তিতে এলডি পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত ৮৯,৩৭,৪৭৫ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ (০১ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৭৯.৫০ টাকা) ৭১,০৫,২৯,২৬২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- **(খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী Messers Sinha Power Generation Company Ltd, আমনুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর সাথে ৫ বৎসর মেয়াদী ৫০ মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিউবো'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (চুক্তিপত্র নং ০৯৭৪৬ তাং ১৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ)।
- চুক্তি মোতাবেক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির Revised Commercial Operation Date (RCOD) ছিল ১১-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে RCOD অর্জিত হয়েছে ১৩-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২৭৭ দিন পর COD অর্জন করেছে।
- চুক্তিপত্রের Clause No 8.1 অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কমার্শিয়াল অপারেশন (COD) অর্জনে ব্যর্থতায় ২৭৭ দিন বিলম্বের জন্য এলডির পরিমাণ (৫০ মেঃওঃ × ৫০০ মাঃ ডঃ × ২৭৭ দিন) ৬৯,২৫,০০০ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে Performance Security Deposit(PSD) বাবদ ৩,৭৫,০০০ মার্কিন ডলার সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট আদায়যোগ্য এলডি ৬৫,৫০,০০০ মার্কিন ডলার।

- বিলম্বে COD অর্জন হওয়ায় চুক্তি মোতাবেক এলডি বাবদ পাওনা এককালীন আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে কিস্তিতে আদায়ের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে বিউবোর চেয়ারম্যান কর্তৃক বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ২৪টি কিস্তিতে এলডি পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত ৪১,০২,০৮৪ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ (০১ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৭৮.৮০ টাকা) ৩২,৩২,৪৪,২১৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- উল্লিখিত দুইটি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিউবো'র পাওনা মোট (৭১,০৫,২৯,২৬২+৩২,৩২,৪৪,২১৯) = ১০৩,৩৭,৭৩,৪৮১ টাকা [**পরিশিষ্ট-০৭**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

(ক) চুক্তি পত্রের Clause 8.1 অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে Commercial Operation Date অর্জনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও Liquadated Damage আদায় না করে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ করে দিয়ে দায়-দেনা সৃষ্টি করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদপত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অতঃপর ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

  (ক) M/S Acorn Infrastructure Service Ltd: চুক্তিতে LD বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে কিস্তির সুযোগ প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা প্রয়োজন।

  (খ) M/S Sinha Power : ২৪ কিস্তিতে LD আদায় করার সিদ্ধান্তের ফলে ঠিকাদার মামলার অশ্রেয় নেয়ার সুযোগ পেয়েছে/দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কিস্তি আদায় করা হয়েছে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত। কিন্তু আরবিট্রেশন মামলা করা হয়েছে এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিঃ এ। যথাসময়ে আইনি কার্যক্রম গ্রহণ না করা এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তি অনুযায়ী আদায়যোগ্য সমুদয় এলডি আদায় না করে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান এবং অনাদায়ী এলডি আদায় না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং এ ধরনের অনিয়ম বন্ধ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনামঃ ভেড়ামারা ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনের ২নং রেলওয়ে ট্র্যাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে আদায় না করায় বিউবো'র ক্ষতি ২,৯৯,৩২,৯৫৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-২০১১ হতে ২০১১- ২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে ভেড়ামারা ১১০ মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তিপত্র, জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য রেলওয়ে ট্রাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

- ভেড়ামারা ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনের ২নং রেলওয়ে ট্রাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে আদায় না করায় বিউবো'র ক্ষতি ২,৯৯,৩২,৯৫৪ টাকা।
- নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, উক্ত রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী ভেড়ামারা রেলওয়ে স্টেশন হতে ৫.৬০ কিঃ মিঃ দূরত্বে পিডিবি'র নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংলগ্ন উক্ত রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ইতিপূর্বেই রেল লাইন ও আন লোডিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই শুধুমাত্র আলোচ্য রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনের জন্য পূর্বেই নির্মিত রেল লাইনের আনলোডিং স্টেশনের সাথে নতুনভাবে রেলওয়ে ট্রাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজ করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল হতে ২,৯৯,৩২,৯৫৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত অর্থ ভেড়ামারা ১১০মেঃ ওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেম লিমিটেড এর নিকট হতে আদায়যোগ্য হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত আদায় করা হয়নি।
- **ভেড়ামারা ১১০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেম লিঃ এর চুক্তিপত্র নং-০৯৭২৮ তাং ৪/২/২০১০ খ্রিঃ এর আর্টিকেল ২৬.১ অনুযায়ী রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে এর ব্যয়ভার রেন্টাল কোম্পানিকে বহন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন ভেড়ামারা হতে জ্বালানি সরবরাহ করা হলে সেক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশন হতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন ব্যয় যথা আনলোডিং স্টেশন নির্মাণ ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। অথচ এক্ষেত্রে ভেড়ামারা রেলওয়ে স্টেশন হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত জ্বালানি তেল পরিবহন বাবদ ভাড়া কর্তন করা হচ্ছে।
- উল্লেখ্য, নির্মিত আনলোডিং স্টেশন হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ট্যাংকারের জ্বালানি তেল লোড করা হচ্ছে।
- ফলে ভেড়ামারা ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনের ২নং রেলওয়ে ট্রাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে আদায় না করায় বিউবো'র ক্ষতি ২,৯৯,৩২,৯৫৪ টাকা [**পরিশিষ্ট-০৮**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- রেলওয়ে ট্রাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হলে তার কোন জবাব না পাওয়ায় ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ
- চুক্তির শর্ত নং ২৬.১ অনুযায়ী আলোচ্য স্থাপনা নির্মান ব্যয়ভার রেন্টাল কোম্পানী বহন করবে। কিন্তু এই ব্যয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বহন করার জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।
- উল্লেখ্য, জবাবে উল্লিখিত ভাড়া বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিজস্ব ওয়াগন এর ভাড়া আদায়। লাইন রেন্ট নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভেড়ামারা ভাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনের ২নং রেলওয়ে ট্রাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট হতে আদায় এবং এ সংক্রান্ত অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনামঃ **দাখিলকৃত দরপত্র প্রস্তাব ও সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় Monthly Operational Data (MOD) অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩৬,৭৭,৩৪১ লিটার জ্বালানি ব্যবহার হওয়ায় এর মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি ২২,১২,০৫,৬০৯ টাকা।**

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি অডিটকালে ৮২০ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ এবং ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের নির্বাচিত দরদাতার দাখিলকৃত দরপত্র প্রস্তাব, চুক্তিপত্র এবং ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে প্লান্ট পরিচালনা সংক্রান্ত Monthly Operational Data (MOD) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- Monthly Operational Data (MOD) অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত জ্বালানির ব্যবহার হওয়ায় এর মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি ২২,১২,০৫,৬০৯ টাকা।

- প্লান্ট নির্মাণ কাজের নির্বাচিত দরদাতা এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ (EPGL) এবং এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ (EEL) জেভি এর দাখিলকৃত দরপত্র ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টের প্রতি কিঃওঃ ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে ০.২২ লিটার জ্বালানির প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতি কিঃওঃ ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ গড়ে ০.২২ লিটার।
- অথচ Initial Commercial Operation (ICO) এর পর ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে প্লান্ট পরিচালনা সংক্রান্ত Monthly Operational Data অনুযায়ী দেখা যায় দাখিলকৃত দরপত্র প্রস্তাব ও সে মোতাবেক চুক্তিপত্র অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হয়েছে। ফলে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত ব্যবহৃত ৩৬,৭৭,৩৪১ লিটার জ্বালানির মূল্য বাবদ ২২,১২,০৫,৬০৯ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় করা হয়নি ।
- দরপত্র প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি প্রতি কিলোওয়াট আওয়ারের জন্য নির্ধারিত হারে ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।
- এক্ষেত্রে শুধুমাত্র Performance Acceptance Committee কর্তৃক Performance Acceptance Test এর সময় প্রতি কিঃওঃ ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির সাথে তুলনা করে টেস্ট রিপোর্ট প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়ের সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি [**পরিশিষ্ট -০৯**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- দরপত্র প্রস্তাব ও সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, Performance Acceptance Test পরবর্তী জানুয়ারী/২০১২ থেকে Monthly Operational Data (MOD) পর্যালোচনায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার ০.২২ লিটার এর কাছাকাছি দেখা যায়। National Load Despatch Center (NLDC) এলডিসি এর নির্দেশনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বিধায় ইঞ্জিন সবসময় Maximum load এ পরিচালিত হয় না। সুতরাং ব্যবহৃত জ্বালানির হার আদর্শ পরিবেশের সাথে তুলনীয় হলেও বাস্তবে কিছুটা তারতম্য হতেই পারে।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয় । চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত জ্বালানির প্রয়োজন ও ব্যবহার হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং এর মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

  চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত জ্বালানির প্রয়োজন ও ব্যবহার হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং এর মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দাখিলকৃত দরপত্র প্রস্তাব ও সে মোতাবেক সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত জ্বালানির প্রয়োজন ও ব্যবহার হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং এর মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনামঃ নির্ধারিত তারিখে প্লান্টের Initial Commercial Operation (ICO) অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিলম্বিত সময়ের জন্য Liquidated Damage (LD) আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি ৩৩২,৮৩,২০,১৪৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে ৮২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের অধীন ৬টি প্লান্টের প্রকল্পের ডিপিপি, চুক্তিপত্র, পিএসি'র রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নির্ধারিত তারিখে প্লান্টের Initial Commercial Operation (ICO) অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিলম্বিত সময়ের জন্য লিকুইডেটেড ড্যামেজ আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি ৩৩২,৮৩,২০,১৪৫ টাকা।

ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ, গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ, কাটাখালী ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ, সান্তাহার ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ, হাটহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এবং দোহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ ঃ ৮২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের অধীন ৬টি পাওয়ার প্লান্টের জন্য ৬টি ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী ৬টি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য Initial Commercial Operation (আইসিও) অর্জনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

- চুক্তিপত্রের ভলিউম-১ এর জিসি ক্লজ নং-৪৫ অনুযায়ী আইসিও অর্জনে বিলম্ব হলে বিলম্বিত সময়ের প্রতিদিনের জন্য চুক্তিমূল্যের উপর ০.১০% এবং সর্বোচ্চ ১০% হারে Liquidated Damage (LD) আদায়যোগ্য।
- চুক্তিপত্রের উক্ত ক্লজের নির্দেশনা অনুসরণ না করে আলোচ্য ক্ষেত্রে ৬টি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও বিলম্বকালীন সময়ের জন্য লিকুইডেটেড ড্যামেজ আরোপ করা হয়নি। ফলে ৬টি প্লান্টের বিপরীতে এলডি বাবদ বিউবো'র ক্ষতির পরিমাণ **৩৩২,৮৩,২০,১৪৫** টাকা **[পরিশিষ্ট-১০)]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- চুক্তিপত্রের ভলিউম-১ এর জিসিসি ক্লজ-৪৫ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে প্লান্টের Initial Commercial Operation অর্জনে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও লিকুইডেটেড ড্যামেজ আরোপ ও আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ১৫৫৪তম সাধারণ বোর্ড সভায় কাটাখালী ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের টার্ণ কী ঠিকাদারকে ১৭/১২/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক টার্ণ কী পাওনা বিল হতে আরোপিত এলডি কর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। কিন্তু আপত্তি মোতাবেক Liquidated Damage (LD) কর্তন করা হয়নি। তাই LD কর্তনের প্রমাণকসহ জবাব প্রয়োজন।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

- অতঃপর ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ
- **সান্তাহার ঃ** জবাবের প্রমাণক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Delay to General Layout Drawing-20 days, Basic Drawing- 39 days, Civil Work 106 days, Inspection of BPDB 60 days ইত্যাদি Force Mesure হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা প্রকৃত পক্ষে Force Mesure নয়। এভাবে মোট ২৫৭ দিন সময় বৃদ্ধি করে মাত্র ৩ দিনের জরিমানা আদায় করা হয়েছে। যে সমস্ত কারণে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে তা Force Mesure নয় (ঝড় বৃষ্টি ব্যতিত)। ফলে সময় বৃদ্ধি যৌক্তিক নয় বিধায় Liquidated Damage (LD) আরোপযোগ্য।
- অপর ৫টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও চুক্তি অনুযায়ী LD আরোপ না করে সময় বর্ধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একইভাবে অগ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে LD আরোপ ছাড়াই সময় বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাই আলোচ্য সকল ক্ষেত্রেই চুক্তি অনুযায়ী উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক LD আরোপযোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নির্ধারিত তারিখে প্লান্টের আইসিও (ICO) অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিলম্বিত সময়ের জন্য Liquidated Damage (LD) এবং ঠিকাদারের নিকট হতে তা আদায় না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরেনামঃ সর্বোচ্চ অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাটডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর জন্য চুক্তি মোতাবেক ৩ টি প্লান্টের জরিমানা আরোপ এবং আদায় না করায় ক্ষতি ৪৭,৩৫,৫৬,৯৬৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে ৮২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্রকল্পের অধীন ৯টি প্লান্টের নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, প্লান্ট পরিচালনা সংক্রান্ত মাসিক এমওডি, আরোপযোগ্য জরিমানার প্রতিবেদন, ফোর্স আউটেজ রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সর্বোচ্চ অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাটডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর জন্য চুক্তি মোতাবেক ৩টি প্লান্টের জরিমানা আরোপ এবং আদায় না করায় ৪৭,৩৫,৫৬,৯৬৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে।।

- চুক্তিপত্রের জিসিসি ক্লজ নং-৫০.০১ (ভলিউম-১) অনুযায়ী ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে প্লান্ট পরিচালনাকালীন প্রতিটি ইউনিটের সর্বোচ্চ প্রাপ্য বা অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আন সিডিউল শাটডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর জন্য চুক্তিমূল্যের উপর ০.০০৫% হারে পেনাল্টি ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। চুক্তি অনুযায়ী প্লান্টের প্রতিটি ইউনিট মাসে সর্বোচ্চ ২ বার ট্রিপিং/সিডিউল শাটডাউন প্রাপ্য বা অনুমোদিত এবং প্রতিবার ট্রিপিং/সিডিউল শাটডাউনের সময় সর্বোচ্চ ৬ ঘন্টা। কিন্তু এক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের উক্ত শর্ত অনুসরণ না করে ১টি ব্যতীত অবশিষ্ট ৮টি পাওয়ার প্লান্টের ট্রিপিং/আনসিডিউল শাটডাউনের জন্য পেনাল্টি নির্ধারণ এবং আদায় করা হয়নি।

  (ক) তিতাস ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, বিউবো, তিতাস, কুমিল্লা ঃ এর ক্ষেত্রে অক্টোবর-২০১১ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাট ডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং হিসাব করা হলেও চুক্তি মোতাবেক এ সংক্রান্ত জরিমানা বাবদ ৬,৮৬,৭৩,৭৮০ টাকা আদায় করা হয়নি।

  (খ) গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, বিউবো, গোপালগঞ্জ ঃ এর ক্ষেত্রে জানুয়ারী-২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাট ডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং হিসাব করা করা হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাট ডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং বাবদ চুক্তি মোতাবেক জরিমানা ১৯,৩৩,৫৫,১৪৩ টাকা, যা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

  (গ) ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, বিউবো, ফরিদপুর ঃ এর ক্ষেত্রে জানুয়ারী-২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাট ডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং হিসাব করা করা হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাট ডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং বাবদ চুক্তি মোতাবেক জরিমানা ২১,১৫,২৮,০৪০ টাকা, যা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা হয়নি [**পরিশিষ্ট-১১**]।

- ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে প্লান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাপ্য বা অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আন সিডিউল শাটডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর জন্য জুন/২০১৩ মাস পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক ৩টি প্লান্টের পেনাল্টি বাবদ ৪৭,৩৫,৫৬,৯৬৩ টাকা আরোপ এবং আদায় না করায় বিউবো'র উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।

- এক্ষেত্রে ৩টি প্লান্টের মধ্যে তিতাস ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্টের বিপরীতে আরোপযোগ্য জরিমানার হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু তা আদায় করা হয়নি। গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃ ওঃ এবং ফরিদপুর ৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্টের বিপরীতে শুধুমাত্র এতদ্সংক্রান্ত ফোর্স আউটেজ রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক তা অডিটের নিকট পেশ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আরোপযোগ্য পেনাল্টির হিসাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

- অপরদিকে ৮২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্টের অধীনে অবশিষ্ট ৬টি প্লান্টের ফোর্স আউটেজ রিপোর্ট, আন সিডিউল শাট ডাউন ও ট্রিপিং প্রতিবেদন সরবরাহ না করায় চুক্তি অনুযায়ী এতদ্সংক্রান্ত আদায়যোগ্য পেনাল্টির হিসাব করা যায়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ

- চুক্তিপত্রের ভলিউম-১ এর জিসিসি ক্লজ নং- ৫০.০১ অনুসারে অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আনসিডিউল শাট ডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর জরিমানা আরোপ ও আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, GCC (Volume 2 of 3) এর Clause- 50.01 অনুযায়ী প্লান্ট বৎসরে ২৪ বারের অধিক বন্ধ থাকলে জরিমানা প্রযোজ্য। গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ ও ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওয়ারেন্টি পিরিয়ড সম্পূর্ণভাবে কখনো পুরোপুরি বন্ধ ছিল না, তবে Individual Unit সমূহ বিভিন্ন সময়ে বন্ধ থাকার কারণে ২ মাস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে EPC প্রতিষ্ঠানকে এ দুই মাসের ব্যয়ভারসহ কার্যক্রম ২ মাস বেশি করতে হবে। এমওডি পর্যালোচনায় দেখা যায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইঞ্জিনসমূহ মোটামুটি ভাল সার্ভিস দিয়েছে।

- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয় । তিতাস ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট, গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট এবং ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্টের ন্যায় অবশিষ্ট ৬টি পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ট্রিপিং/আনসিডিউল শাট ডাউনের জন্য পেনাল্টি নিরূপনসহ সকল প্লান্টের ক্ষেত্রেই আপত্তি অনুযায়ী আরোপযোগ্য জরিমানা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

- চুক্তির শর্ত নং ৫০.০১ মোতাবেক Plant পরিচালনাকালে Plant এর প্রতিটি Unit মাসে সর্বোচ্চ ২ বার ট্রিপিং/সিডিউল শাটডাউন প্রাপ্য। প্রতিবার শাটডাউন/ট্রিপিং এর সময় সর্বোচ্চ ৬ ঘন্টা। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে Plant কখনও সর্ম্পূণভাবে বন্ধ ছিল না। Individual Unit সমূহ বিভিন্ন সময়ে বন্ধ ছিল এ মর্মে জবাবে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে শর্ত নং ৫০.০১ অনুযায়ী LD আদায় হওয়া আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও তা না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।।

- তিতাস ৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট সংশ্লিষ্ট আপত্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত Outage/Unscheduled Shutdown ও অতিরিক্ত ট্রিপিং এর বিষয়ে জবাবে কোন কিছু উল্লেখ না করে শুধুমাত্র অতিরিক্ত ৩৫৮ ঘন্টার জন্য জরিমানার বিষয় উল্লেখ করা হলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক দাখিল করা হয়নি। উল্লেখ্য, ব্যবস্থাপক, তিতাস ৫০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এর ২৪/৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত ট্রিপিং/ আনসিডিউল Shutdown জনিত কারণে আরোপযোগ্য জরিমানা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পর্যালোচনা করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। আপত্তি অনুযায়ী LD আরোপ এবং আদায় না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- তিতাস ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট, গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট এবং ফরিদপুর ৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের ন্যায় অবশিষ্ট ৬টি পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রেও চুক্তি অনুযায়ী ট্রিপিং/আনসিডিউল শাটডাউনের জন্য পেনাল্টি নিরূপনসহ সকল প্লান্টের আরোপযোগ্য জরিমানা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনামঃ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) প্রাপ্ত দরে দরপত্র গ্রহণ না করে পরবর্তীতে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি (DPM) এর মাধ্যমে একই দরদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত দরে মালামাল ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ৬৩,৯১,৯০৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে রংপুর ২০ মেঃ ওঃ গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্টের Complete Load Gear Box" সরবরাহ কাজের Open Tendering Method (OTM) এবং Direct Procument Method (DPM) সম্পর্কিত প্রাক্কলন, সংশোধিত প্রাক্কলন ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দরে দরপত্র গ্রহণ না করে Direct Procument Method (DPM) এর মাধ্যমে একই দরদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত দরে মালামাল ক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ৬৩,৯১,৯০৬ টাকা।
- রংপুর ২০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্টের জন্য Complete Load Gear Box ক্রয়ের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র ৩০/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রের প্রাক্কলিত মূল্য ৪,৮০,০৫,৬২৭ টাকা।
- তিনটি দরদাতা প্রতিষ্ঠান M/S Energy Capital Pvt Ltd, Singapore, M/S CAT Sir. Italy ও M/S Elecon Engineering Company Ltd. India. অংশগ্রহণ করে এবং ক্রমিক নং ২ ও ৩ নন-রেসপনসিভ হয়।
- M/S Energy Capital Pvt Ltd এর ৫,১১,৬১১ ইউরো বা ৫,১২,৯১,৭৬৫.৪৪ টাকা প্রদত্ত দরে রেসপনসিভ বিবেচিত হয়, যা প্রাক্কলিত মূল্যের ৬.৮৫% ভাগ বেশি।
- M/S Energy Capital Pvt. Ltd কর্তৃক মালামাল সরবরাহের সময়কাল ৬ মাস হতে ৮ মাস বৃদ্ধি করার প্রস্তাব এবং উক্ত ঠিকাদারকে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যে চেয়ারম্যান বরাবর অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। নথির নোট নং- ১৪ তে চেয়ারম্যান কর্তৃক পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করতে এবং সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব দিতে বলা হয়। অন্যথায় Direct Procument Method (DPM) অনুসরণ করে Procurement সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।
- পরবর্তীতে Direct Procument Method (DPM) পদ্ধতিতে Procurement করার লক্ষ্যে ৫,১১,৬১১ ইউরো (প্রতি ১ ইউরো = ১০৪.০০ টাকা) বা ৫,৩২,০৭,৫৪৪ টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। ডিপিএম এর মাধ্যমে ক্রয়ের জন্য M/S Energy Capital Pvt. Ltd এর নিকট হতে দর আহবান করা হয় এবং প্রদত্ত দর ৫,১১,৬১১ ইউরো + ২,০০,০০০ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ১৯/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে NOA প্রদান করা হয় এবং চূড়ান্তভাবে মালামাল স্টোরে আর এন্ড আই করা হয় ১০/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে। মালামাল ক্রয়ের বিপরীতে ৫,০৬,৫১৯ ইউরো (১ ইউরো=১০৭ টাকা) বা ৫,৪১,৯৭,৫৩৩ টাকা + ২,০০,০০০ টাকা = ৫,৪৩,৯৭,৫৩৩ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও Direct Procument Method (DPM) এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নেই। কারণ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে রেসপনসিভ দরদাতার সময়কাল ছিল ৬ মাস। উক্ত সময়কাল ৬ মাস হতে ৮ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাবনার কারণে বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক তা বাতিল করে ডিপিএম এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অথচ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে NOA প্রদান হতে প্রায় ১৪ মাস পরে সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহণ করা হয়েছে। (নোট ১৩/১৪ তে উল্লেখ ছিল ৬ মাসের পরিবর্তে ৮ মাসের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে)।
- সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ১ম ও ২য় নিম্ন দরদাতার নিকট হতে মালামালের দর সংগ্রহ করা হয়নি। শুধুমাত্র ৩য় সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে দর সংগ্রহ করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, Complete Load Gear Box এর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান M/S Flender Graffenstander., France এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান M/S Energy Capital Pvt. Ltd., Singapore.
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে মালামাল গ্রহণ না করে পরবর্তীতে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে দর সংগ্রহ করে সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক ডিপিএম এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করায় বোর্ডের উল্লিখিত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [**পরিশিষ্ট-১২**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দরে দরপত্র গ্রহণ না করে অতিরিক্ত দরে সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতিতে অনুসরণ করে অতিরিক্ত দরে মালামাল ক্রয় করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিতে বর্ণিত Complete load gear box ক্রয়ের জন্য ওটিএম এ দরপত্র আহ্বান করা হলে একমাত্র রেসপনসিভ দরদাতা M/S Energy Capital Pvt Ltd. Singapore এর দাখিলকৃত মূল্য ৫,১১,৬১১ ইউরো। উক্ত দরপত্রে Completion Time-১৮০ দিন ছিল। কিন্তু M/S Energy Capital Pvt Ltd. দাখিলকৃত Offer-এ Completion Time-১৮০ দিন এর স্থলে ২৪০ দিন অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড PPR-2008 অনুসরণ করতে বলেন। কিন্তু PPR-2008 অনুসারে এরুপ সময় বর্ধনের কোন সুযোগ নাই। অথচ আলোচ্য কাজটি খুব জরুরী ছিল এবং ওটিএম এ দরপত্র আহ্বান করা হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো এ বিবেচনায় চেয়ারম্যান মহোদয় ডিপিএম এ মালামাল ক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক Original Equipment Manufacturer (OEM) M/s Flender Graffenstader, France এর এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি M/S Energy Capital Pvt Ltd. Singapore এর নিকট হতে Budgetary Offer Euro 5,11,611.00 সংগ্রহ করা হয়। সে মোতাবেক M/S Energy Capital Pvt Ltd. Singapore এর সাথে ইউরো ৫,০৬,৫১৯.০০ + টাকা ২,০০,০০০ মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ২৮০ দিন, যার শিপমেন্ট ১০/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সে মোতাবেক ঠিকাদার ০৭/০৮/২০১২ তারিখে মালামাল সরবরাহ করেছে। অর্থাৎ মালামাল সরবরাহে কোন বিলম্ব হয় নাই। অপরদিকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে ডিপিএম-এ মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখপূর্বক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিবেচনা করা হলেও NOA প্রদান হতে ১৪ মাস শেষে মালামালের সরবরাহ নেয়া হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে রেসপনসিভ দরদাতার দর প্রাক্কলন অপেক্ষা ৬.৮৫% ভাগ বেশি ছিল। অথচ সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক অধিক দরে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অতঃপর ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

  জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, OTM এ যে দর পাওয়া যায় ঐ দরদাতা Schedule Time ৬ মাসের পরিবর্তে ১১ মাসে সরবরাহ করার শর্ত দেয়। এই শর্ত গ্রহণ না করে DPM এর মাধ্যমে একই দরদাতা হতে ১১ মাসের পরিবর্তে NOA প্রদানের তারিখ হতে ১৪ মাস সময় দিয়ে অতিরিক্ত দরে মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়। ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- একই দরদাতার ওটিএম এ দাখিলকৃত দরের চেয়ে ডিপিএম এ দাখিলকৃত অধিকমূল্যে অনিয়মিতভাবে মালামাল ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ওটিএম এর মাধ্যমে প্রাপ্ত দরে দরপত্র গ্রহণ না করে ডিপিএম এ মালামাল ক্রয়ে সংস্থার ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনামঃ ১ম আহবানকৃত দরপত্রে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন সংশোধন করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা কর্তৃক ১ম দরপত্রের তুলনায় অতিরিক্ত দরে কার্য সম্পাদন করায় ক্ষতি ৪৮,৬৭,০৪৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২১০ মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ম ও ৬ষ্ট ইউনিটের অটো কন্ট্রোল বিভাগের স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ কাজের নথি ও প্রাপ্ত রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়,

- ১ম আহবানকৃত দরপত্রে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন সংশোধন করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা কর্তৃক ১ম দরপত্রের তুলনায় অতিরিক্ত দরে কার্য সম্পাদন করায় ক্ষতি ৪৮,৬৭,০৪৭ টাকা।

- ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২১০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ম ও ৬ষ্ঠ ইউনিটের অটো কন্ট্রোল বিভাগের স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ কাজের নথি ও রেকর্ডপত্রাদি বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, উল্লিখিত কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৩,৬৮,৯৩,৭২২ টাকা নির্ধারণ করে ১ম দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণকৃত JVCA of M/S MC International Ltd. and M/S Kenergoremont Ltd. ৫,৪৪,৮২,৪০৭ টাকা দর উদ্ধৃত করায় রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু দরপত্র গ্রহণ না করে দরদাতার স্থানীয় প্রতিনিধি মেসার্স নর্দান এনার্জি, ঢাকা এর নিকট হতে কোটেশন সংগ্রহ করা হয়। কোটেশনে প্রাপ্ত দর ও ১ম দরপত্রে উদ্ধৃত দরের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বা উচ্চ দরে ৪,৯৪,০১,৬১০ টাকায় প্রাক্কলন প্রস্তুত/সংশোধন করা হয়। অতঃপর সংশোধিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে পুনঃ দরপত্র আহবান করে পুনরায় ২০.০৮% উর্দ্ধদরে ৫,৯৩,৪৯,৪৫৪ টাকায় একই দরদাতা JVCA of M/S MC International Ltd. and M/S Kenergoremont Ltd. (স্থানীয় প্রতিনিধি মেসার্স নর্দান এনার্জি, ঢাকা) এর দরপত্র গ্রহণ করা হয়।

- অর্থাৎ একই দরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত ১ম আহবানের উদ্ধৃত দর গ্রহণ না করে ২য় আহবানের উদ্ধৃত দর গ্রহণ করায় (৫,৯৩,৪৯,৪৫৪-৫,৪৪,৮২,৪০৭) = ৪৮,৬৭,০৪৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উচ্চদরে প্রস্তুতকৃত সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত (৫,৯৩,৪৯,৪৫৪-৪,৯৪,০১,৬১০)=৯৯,৪৭,৮৪৪ টাকায় দরপত্র গ্রহণ করায় প্রজাতন্ত্রের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[পরিশিষ্ট-১৩]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ১ম আহবানকৃত দরপত্রে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন সংশোধন করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা কর্তৃক ১ম দরপত্রের তুলনায় অতিরিক্ত দরে কার্য সম্পাদন করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫ম ও ৬ষ্ঠ ইউনিটের অটো কন্ট্রোল এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। ১ম আহ্বানকৃত দরপত্র নং পার-৩১০/২০০৮ তারিখঃ ২১/১০/২০০৮ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে উক্ত মালামাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র নং পার-৩১০/২০১০ তারিখঃ ০৯/০৬/২০০৯ আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ২৬/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩৫৮ তম সাধারণ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ১ম দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা রেসপনসিভ হওয়া সত্ত্বেও প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক উচ্চ/অতিরিক্ত দরে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ সম্পাদন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫ম ও ৬ষ্ঠ ইউনিট মেরামতের জন্য সমসাময়িক ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৬৮,৯৩,৭২২.২৫ টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে দরপত্র আহবান করা হলে JVCA of M/S MC International কর্তৃক ৫,৪৪,৮২,৪০৭ টাকার দর দাখিল করা হয়, যা ৪৮.৯৫% বেশী হওয়ায় TEC কর্তৃক দরপত্র বাতিল করে সমসাময়িক বাজার দর অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত ও পুনঃ দরপত্র আহবানের সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে কমিটি অনুরূপ বৈদেশিক মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোটেশন আহবান JVCA of M/S MC International এর স্থানীয় প্রতিনিধি নর্দান এনার্জি ৫,৬৪,২১,৮১০ টাকায় কোটেশন দাখিল করা হলে উক্ত কোটেশনের ভিত্তিতে ৪,৯৪,০১,৬০৯.৯৮ টাকায় সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত ও পুনঃ দরপত্র আহবান করা হলে একই দরদাতা কর্তৃক ৫,৯৩,৪৯,৪৫৪ টাকার দর দাখিল করা হয় যা পূর্বের চেয়ে ৪৮,৬৭,০৪৭ টাকা বেশি (২০.০৮% উর্দ্ধদর)। এক্ষেত্রে আর কম দর পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার আশংকায় টিইসি কর্তৃক উক্ত ৫,৯৩,৪৯,৪৫৪ টাকার দর গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।
- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। ১ম আহবানকৃত দরপত্রে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দর গ্রহণ না করায় অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা কর্তৃক ১ম দরপত্রের তুলনায় অতিরিক্ত দরে কার্য সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত Exit সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

  সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের একমাত্র প্রতিনিধি M/s M.C International জানা সত্ত্বেও ১ম আহবানকৃত দরপত্রে দাখিলকৃত দর গ্রহণ না করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে ঐ একই প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অতিরিক্ত দরে যন্ত্রাংশ সরবরাহ নেয়ায় ক্ষতি সাধিত হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ১ম আহবানকৃত দরপত্রে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণ না করে অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন সংশোধন করে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে একই দরদাতা কর্তৃক ১ম দরপত্রের তুলনায় অতিরিক্ত দরে কার্য সম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনামঃ টার্ণ কী (Turn Key) ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪২৪,১৩,২৮,৩৫৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের, ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ইফিসিয়েন্সি নিরীক্ষাকালে ৮২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প, চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট Gas Turbine Combined Cycle(গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট Simple Cycle (সিম্পল সাইকেল) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের চুক্তিপত্র, পরিশোধিত বিল ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- টার্ণ কী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪২৪,১৩,২৮,৩৫৭ টাকা ।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধি-১৬ মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত ঠিকাদারী কার্যের জন্য উৎসে ৫% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। আয়কর অধ্যাদেশের উক্ত বিধির আলোকে টার্ণ কী প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ঠিকাদারকে দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধিত সকল অর্থের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত বিধি উপেক্ষা করে ৮২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্টের আওতায় ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারগণকে পরিশোধিত অর্থের উপর যথাযথভাবে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৬২,০৪,৮০,০৪০ টাকা। চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের টার্ণ কী ঠিকাদারের নিকট হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৭,১৬,১৩,৫৪৭ টাকা। অনুরূপভাবে সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের টার্ণ কী ঠিকাদারের নিকট হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১২,৯৯,২১,০৪৩ টাকা।
- আয়কর কম কর্তন করায় মোট রাজস্ব ক্ষতি (১৬২,০৪,৮০,০৪০+২৭,১৬,১৩,৫৪৭+১২,৯৯,২১,০৪৩) = ২০২,২০,১৪,৬৩০ টাকা।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৭২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা ১৯৯১ অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধি লংঘনপূর্বক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ৮২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্টের আওতায় ৯টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে টার্ণ কী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের বিল পরিশোধের উপর ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের ১৭৭,১৬,৯৯,৮৩৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের টার্ণ কী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩০,৪৭,৯১,০৫৯ টাকা। সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের টার্ণ কী ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৪,২৮,২২,৮৩০ টাকা। ফলে ভ্যাট কম কর্তন করায় মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (১৭৭,১৬,৯৯,৮৩৮+৩০,৪৭,৯১,০৫৯+১৪,২৮,২২,৮৩০) = ২২১,৯৩,১৩,৭২৭ টাকা।
- আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (২০২,২০,১৪,৬৩০ + ২২১,৯৩,১৩,৭২৭) = ৪২৪,১৩,২৮,৩৫৭ টাকা [**পরিশিষ্ট-১৪(১-৩)**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ও আয়কর বিধি-১৬ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ মোতাবেক ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, Rule 17/A আয়কর অধ্যাদেশ Section ৫৩ এর অধীনে কর সংগ্রহের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাষ্টমস কমিশনার বা অন্য কোন যথাপোযুক্ত কর্মকর্তা নিম্ন বর্ণিত হার অনুসারে যে কোন পণ্য আমদানিকারকের ক্ষেত্রে কর সংগ্রহ করিবেন। উক্ত ধারায় উল্লেখ আছে যে, Provided that this rule shall not apply in the case of Import of goods specified follow :- In the sl (204) mentioned that Capital Machinery enjoying Concessionary rule of Import duty. তাছাড়া NBR কর্তৃক সূত্র নং ii(29) T-1/85/date-25//1/86 ধারা প্রদত্ত Certification no 79 উল্লেখ আছে যে, 17/A Income Tax Sec 53 of IT অনুসারে BPDB হইতে কোন Tax আদায় করা হইবে না (কপি সংযুক্ত)।

- উপরোক্ত Rule 17/A অধ্যাদেশ ৫৩ এবং Certification অনুযায়ী আমদানিকৃত Capital Machinery হইতে Tax আদায়যোগ্য না হওয়ায় উৎসে কর কর্তন করা প্রয়োজন হয় নাই। উল্লেখ্য, একই বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং- ৯(১৩) বো:প্র:-২/স:/২০০৭/৪১১ তারিখঃ ২০/০৮/২০০৯ খ্রিঃ মারফত সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়ে) সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) ফেঞ্চুগঞ্জ প্রকল্পের জন্য আমদানিকৃত মালামাল (Capital Machinery) এর বৈদেশিক মূল্য পরিশোধকালে ঠিকাদার Invoice হতে বিউবো কর্তৃক AIT ও VAT কর্তন বিষয়ে ১৬.০৮.০৯ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা জানান হয়।

- চুক্তি সম্পাদনের খাতওয়ারী বিভাজনে প্রদর্শিত অর্থ দ্বারা প্রকল্পের স্থায়ী মালামাল (Capital Machinery) এর আমদানি সম্পন্ন হলে এবং আমদানিকারক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হলে, আমদানি মূল্য পরিশোধ বাবদ এলসি স্থাপনকারী ব্যাংক হতে মালামালের Supplier/ Exporter এর অনুকূলে সরাসরি যে বৈদেশিক মূল্য পরিশোধ করা হবে তা উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

- আলোচ্য ৮২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের নির্মাণের জন্য বিউবো ও ঠিকাদারদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রাংশের আমদানিকৃত Capital Machinery প্রকল্পের স্থানীয় মালামাল, আমদানিকারক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিভিন্ন ব্যাংক হইতে খোলা ঋণ পত্রের মাধ্যমে ও বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে আমদানি মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় Supplier/ Exporter কে পরিশোধ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের স্থায়ী মালামাল (Capital Machinery) এর উপর উৎসে কর/ ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য ছিল না বিধায় ঠিকাদারের বিল হইতে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আপত্তিতে বিউবো'কে আয়কর এবং ভ্যাট পরিশোধের বিষয়ে বলা হয়নি বরং আয়কর অধ্যাদেশ এবং মূল্য সংযোজন আইন-১৯৯১ মোতাবেক ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিলের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কম কর্তন করায় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

- যে কোন ঠিকাদারী চুক্তিতে কার্য সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারকে মালামাল ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় করতে হয় এবং উক্ত ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট যথারীতি কর্তন করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিধি মোতাবেক আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- আয়কর অধ্যাদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কোন বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে কর মওকুফ করা হলে তা অন্য ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৯০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়ে) সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) ফেঞ্চুগঞ্জ প্রকল্পের জন্য আমদানিকৃত মালামাল এর বৈদেশিক মূল্য পরিশোধকালে ঠিকাদারের Invoice হতে আয়কর এবং ভ্যাট মওকুফ অন্য প্রকল্পের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং- ৯(১৩) বোঃপ্রঃ-২/সঃ/২০০৭/৪১১ তারিখ-২০/০৮/২০০৯ খ্রিঃ মারফত সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়), ফেঞ্চুগঞ্জ প্রকল্পের জন্য আমদানিকৃত মালামাল (Capital machinery) এর বৈদেশিক মূল্য পরিশোধকালে ঠিকাদারের Invoice হতে বিউবো কর্তৃক AIT ও VAT কর্তন বিষয়ে ১৬/০৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা জানানো হয়। চুক্তি সম্পাদনের খাতওয়ারী বিভাজনে প্রদর্শিত অর্থ দ্বারা প্রকল্পের মূলধনী মালামাল (Capital machinery) এর আমদানি সম্পন্ন হলে এবং আমদানিকারক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হলে, আমদানি মূল্য পরিশোধ বাবদ এল.সি স্থাপনকারী ব্যাংক হতে মালামালের Supplier/ Exporter এর অনুকূলে সরাসরি যে বৈদেশিক মূল্য পরিশোধ করা হবে তা উৎস কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না। আলোচ্য ৮২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের নির্মাণের জন্য বিউবো ও ঠিকাদারদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রাংশের আমদানিকৃত Capital machinery প্রকল্পের স্থানীয় মালামাল, আমদানিকারক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিভিন্ন ব্যাংক হতে খোলা ঋণ পত্রের মাধ্যমে ও বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে আমদানি মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় Supplier/ Exporter কে পরিশোধ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের মূলধনী মালামাল (Capital machinery) এর উপর উৎসে কর/ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য ছিল না বিধায় ঠিকাদারের বিল হতে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি।

- ০৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। আপত্তিতে বিউবো'কে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের বিষয়ে বলা হয়নি বরং আয়কর অধ্যাদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ মোতাবেক ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিলের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কম কর্তন করায় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। যে কোন ঠিকাদারী চুক্তিতে কার্য সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারকে মালামাল ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় করতে হয় এবং উক্ত ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট যথারীতি কর্তন করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিধি মোতাবেক আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আয়কর অধ্যাদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কোন বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে কর মওকুফ করা হলে তা অন্য ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) ফেঞ্চুগঞ্জ প্রকল্পের জন্য আমদানিকৃত মালামাল এর বৈদেশিক মূল্য পরিশোধকালে ঠিকাদারের Invoice হতে আয়কর ও ভ্যাট মওকুফ করা হয়, যা অন্য প্রকল্পের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

- পরবর্তীতে ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ২৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৫৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ

তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। জবাবের সাথে সংযুক্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-১০(১)/বোঃপঃ-২/মঃ/২০১২/(অংশ-৫)২৬৭, তারিখঃ ১৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক উক্ত সিদ্ধান্তটি কেবল সিলেট ৯০মে.ও;কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য তাই আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।

- ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনায় অত্র কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

  উল্লিখিত আপত্তির বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৭২.০১৪.০৬.০০.০০৭.২০০৯/১০৯, তারিখঃ ১৬/০৩/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত চাওয়া হলে নথি নং-১০(১) বা:প্র:-২/স:/২০১২/(অংশ-৫)/২৬৭, তারিখঃ ১৪.০৫.২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করে।

  "বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক টার্ণ কী অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে চুক্তির শর্তানুযায়ী আমদানীকৃত পণ্যের উপর আমদানী মূল্যসহ প্রদেয় সমুদয় বিলের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ ও বিধি-১৬ অনুযায়ী আয়কর কর্তন করতে হবে। কারণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে আমদানী মূল্যসহ প্রদেয় সমুদয় বিল সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুসারে বাস্তবায়নের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং উক্ত আমদানীকৃত পণ্য চুক্তিপত্রের মূল এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ অনুসারে উৎসে প্রদেয় কর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর প্রদেয় কর যা সমুদয় চুক্তিমূল্যের উপর আরোপযোগ্য।" আলোচ্য মতামতের আলোকে জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- টার্ণ কী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন। তাছাড়া আয়কর এবং ভ্যাট সংক্রান্ত বিধানাবলী সতর্কতার সাথে পরিপালন করে সরকারের রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

তারিখ : ১৮/০৯/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০২/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।